ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়
তৃতীয় সংবিধি-২০২৩

ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়
www.iau.edu.bd

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় তৃতীয় সংবিধি-২০২৩

(০৩.০৬.২০২৩ তারিখের বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধি প্রণয়ন সংক্রান্ত ২৫ তম সিন্ডিকেট সভায় পূনর্গঠিত কমিটির দাখিলকৃত সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯/০৮/২০২৩ তারিখ অনুষ্ঠিত ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের ১৫ তম সভায় এবং ২৮/০৮/২০২৩ তারিখের সিন্ডিকেটের ২৭ তম সভায় অনুমোদিত)

ক. মাদরাসাসমূহের প্রাথমিক পাঠদান, অধিভুক্তি, অধিভুক্তি নবায়ন ও অধিভুক্তি বাতিল সংক্রান্ত সংবিধি- ২০২৩

খ. মাদরাসাসমূহের গভর্নিং বডি ও এডহক কমিটি সংক্রান্ত সংবিধি-২০২৩

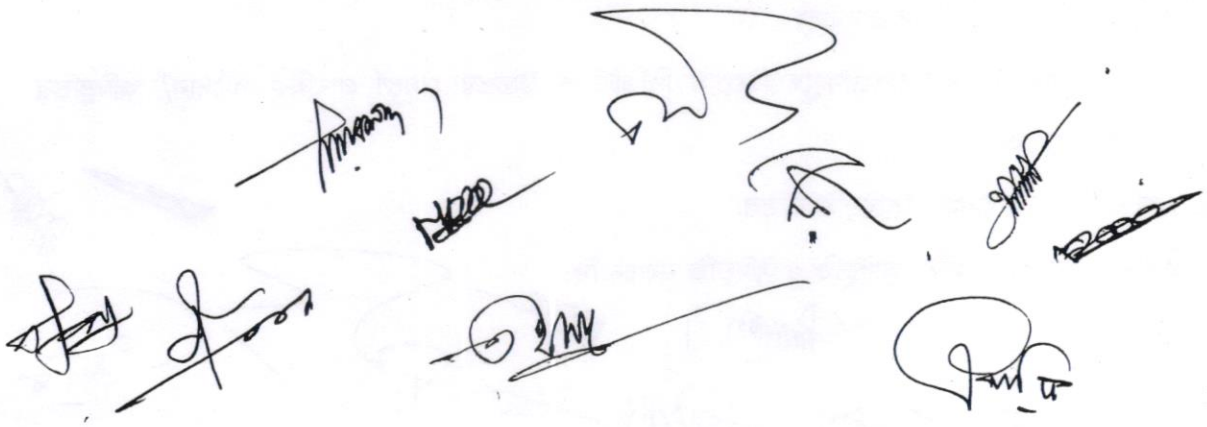

সূচিপত্র

১. আইনি ভিত্তি

২. শিরোনাম ও পরিধি

৩. সংজ্ঞা

ক. মাদরাসাসমূহের প্রাথমিক পাঠদান, অধিভুক্তি, অধিভুক্তি নবায়ন ও অধিভুক্তি বাতিল সংক্রান্ত সংবিধি-২০২৩

এ শিরোনামের অধীন নিম্নের বিষয়গুলোর বিবরণ থাকবে–

(১) ফাজিল স্নাতক (পাস) স্তরে প্রাথমিক পাঠদান অনুমতির শর্তাবলি

(২) ফাজিল স্নাতক (পাস) স্তরে অধিভুক্তির শর্তাবলি

(৩) নতুন স্বতন্ত্র ফাজিল স্নাতক (পাস) শিক্ষা কার্যক্রমের প্রাথমিক পাঠদানের/অধিভুক্তির শর্তাবলী:

(৪) ফাজিল স্নাতক (অনার্স) স্তরে প্রাথমিক পাঠদান অনুমতির শর্তাবলি

(৫) ফাজিল স্নাতক (অনার্স) স্তরে অধিভুক্তির শর্তাবলি

(৬) নতুন স্বতন্ত্র ফাজিল স্নাতক(অনার্স) শিক্ষা কার্যক্রমের প্রাথমিক পাঠদানের/ অধিভুক্তির শর্তাবলী:

(৭) কামিল (স্নাতকোত্তর) ২ বছর মেয়াদি স্তরে প্রাথমিক পাঠদান অনুমতির শর্তাবলি

(৮) কামিল (স্নাতকোত্তর) ২ বছর মেয়াদি স্তরে অধিভুক্তির শর্তাবলি

(৯) নতুন স্বতন্ত্র কামিল (স্নাতকোত্তর) ২ বছর মেয়াদী শিক্ষা কার্যক্রমের প্রাথমিক পাঠদানের/ অধিভুক্তির শর্তাবলী:

(১০) কামিল (স্নাতকোত্তর) মাস্টার্স ১ বছর মেয়াদি স্তরে প্রাথমিক পাঠদান শর্তাবলি

(১১) কামিল (স্নাতকোত্তর) মাস্টার্স ১ বছর মেয়াদি স্তরে অধিভুক্তির শর্তাবলি

(১২) নতুন স্বতন্ত্র কামিল (স্নাতকোত্তর) মাস্টার্স ১ বছর মেয়াদী শিক্ষা কার্যক্রমের প্রাথমিক পাঠদানের/ অধিভুক্তির শর্তাবলী

(১৩) প্রাথমিক পাঠদান সংক্রান্ত আবেদন ও মেয়াদ:

(১৪) অধিভুক্তির আবেদন, মেয়াদ ও নবায়ন

(১৫) বিএড/এমএড/পেশাগত বিষয়েসমূহে ডিপ্লোমা/পিজিডি ও উচ্চতর কোর্সে প্রাথমিক পাঠদান/ অধিভুক্তির আবেদনের শর্তাবলি

(১৬) প্রাথমিক পাঠদান অনুমতি/অধিভুক্তি বাতিল:

(১৭) প্রাথমিক পাঠদান অনুমতি, অধিভুক্তি ও অধিভুক্তি নবায়ন ফি:

খ. প্রাথমিক পাঠদানের অনুমতিপ্রাপ্ত ও অধিভুক্ত মাদরাসাসমূহের গভর্নিং বডি ও এডহক কমিটি সংক্রান্ত সংবিধি-২০২৩

এ শিরোনামের অধীন নিম্নের বিষয়গুলোর বিবরণ থাকবে–

(১) গভর্নিং বডি গঠন

(২) গভর্নিং বডির দায়িত্ব ও কর্তব্য

(৩) গভর্নিং বডির সভা পরিচালনা

(৪) ট্রাস্ট কর্তৃক পরিচালিত মাদরাসার গভর্নিং বডি গঠন

(৫) এডহক কমিটি গঠন

(৬) এডহক কমিটির ক্ষমতা ও মেয়াদ

(৭) গভর্নিং বডির সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে অযোগ্যতা

(৮) গভর্নিং বডি বাতিল ঘোষণা

(৯) অধ্যক্ষের দায়িত্ব (সদস্য-সচিব হিসেবে)

(১০) সরকারি মাদরাসা পরিচালনা

(১১) গভর্নিং বডির নির্বাচন

(১২) সভাপতির মনোনয়ন বাতিল সংক্রান্ত

সংবিধি সংশোধন

পরিশিষ্ট-১

পরিশিষ্ট-২

আইনি ভিত্তি

এ সংবিধি ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১৩ এর ধারা ৩২ (২) ও ধারা ৩৩(১)(২), ধারা ৪৪ (জ) অনুযায়ী ফাজিল স্নাতক (পাস), ফাজিল স্নাতক (অনার্স), কামিল (স্নাতকোত্তর) ২ বছর মেয়াদি ও কামিল (স্নাতকোত্তর) মাস্টার্স ১ বছর মেয়াদি মাদরাসাসমূহের প্রাথমিক পাঠদান অনুমতি, অধিভুক্তি, অধিভুক্তি নবায়ন ও প্রাথমিক পাঠদান/ অধিভুক্তি বাতিল সংক্রান্ত এবং ৪০(২) অনুযায়ী প্রাথমিক পাঠদান অনুমতি প্রাপ্ত ও অধিভুক্ত মাদরাসাসমূহের গভর্নিং বডি ও এডহক কমিটি সংক্রান্ত তৃতীয় সংবিধি প্রণয়ন প্রয়োজন বিধায় আইনের ধারা ৪৫ এর ক্ষমতা বলে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় এর অধিভুক্ত মাদরাসাসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার জন্য সংবিধি প্রণীত হলো, যা একাডেমিক কাউন্সিলের সুপারিশসহ সিন্ডিকেট সভার সুপারিশক্রমে চ্যান্সেলর কর্তৃক অনুমোদন ও কার্যকর হবে।

শিরোনাম ও পরিধি

'ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় এর অধিভুক্ত ফাজিল স্নাতক (পাস), ফাজিল স্নাতক (অনার্স), কামিল (স্নাতকোত্তর) ২ বছর মেয়াদি ও কামিল (স্নাতকোত্তর) মাস্টার্স ১ বছর মেয়াদি মাদরাসাসমূহের প্রাথমিক পাঠদান অনুমতি, অধিভুক্তি, অধিভুক্তি নবায়ন এবং প্রাথমিক পাঠদান/অধিভুক্তি বাতিল সংক্রান্ত তৃতীয় সংবিধি-২০২৩ নামে' অভিহিত হবে। যা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

সংজ্ঞা

বিষয় ও প্রসঙ্গের সাথে অসংগতিপূর্ণ না হলে এ সংবিধিতে–

১. 'আইন' বলতে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১৩ ও অন্যান্য সংশোধিত আইন।
২. 'সংবিধি' বলতে আইনের অধীন প্রণীত সংবিধি বুঝাবে।
৩. 'বিশ্ববিদ্যালয়' বলতে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় বুঝাবে।
৪. 'সিন্ডিকেট' বলতে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় এর সিন্ডিকেট বুঝাবে।
৫. 'একাডেমিক কাউন্সিল' বলতে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় এর একাডেমিক কাউন্সিল বুঝাবে।
৬. 'ভাইস চ্যান্সেলর' বলতে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় এর ভাইস চ্যান্সেলর বুঝাবে।
৭. 'প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর' বলতে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় এর প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর বুঝাবে।
৮. 'ট্রেজারার' বলতে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় এর ট্রেজারার বুঝাবে ।
৯. 'রেজিস্ট্রার' বলতে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিস্ট্রার বুঝাবে।
১০. 'ডিন' বলতে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় এর ডিন বুঝাবে ।
১১. 'পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক' বলতে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় এর পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বুঝাবে।
১২. 'মাদরাসা পরিদর্শক' বলতে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় এর মাদরাসা পরিদর্শক বুঝাবে।
১৩ 'অধিভুক্ত মাদরাসা' বলতে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত ফাজিল স্নাতক (পাস), ফাজিল স্নাতক (অনার্স), কামিল (স্নাতকোত্তর) ২ বছর মেয়াদি ও কামিল (স্নাতকোত্তর) মাস্টার্স ১ বছর মেয়াদি (সরকারি ও বেসরকারি) মাদরাসা বুঝাবে ।
১৪. 'অধ্যক্ষ' বলতে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত মাদরাসার অধ্যক্ষ বুঝাবে।
১৫. 'উপাধ্যক্ষ' বলতে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত মাদরাসার উপাধ্যক্ষ বুঝাবে।
১৬. 'শিক্ষক' বলতে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত মাদরাসার অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, মুহাদ্দিস, মুফাসসির, ফকিহ, আদিব, অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক, প্রভাষক অথবা মাদরাসায় শিক্ষাদানের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত কোন শিক্ষককে বুঝাবে;
১৭. 'খন্ডকালীন শিক্ষক' বলতে গভর্নিং বডি কর্তৃক মাদরাসায় খন্ডকালীন শিক্ষাদানের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত কোন শিক্ষককে বুঝাবে;
১৮. 'কর্মকর্তা' বলতে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত মাদরাসার কর্মকর্তা বুঝাবে।
১৯. 'কর্মচারী' বলতে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত মাদরাসার কর্মচারী বুঝাবে।
২০. 'শিক্ষার্থী' বলতে অধিভুক্ত মাদরাসার ফাজিল স্নাতক (পাস), ফাজিল স্নাতক (অনার্স), কামিল (স্নাতকোত্তর) ২ বছর মেয়াদি ও কামিল (স্নাতকোত্তর) মাস্টার্স ১ বছর মেয়াদি (সরকারি ও বেসরকারি) মাদরাসায়' অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রী বুঝাবে।
২১. 'অভিভাবক' বলতে অধিভুক্ত ফাজিল স্নাতক (পাস), ফাজিল স্নাতক (অনার্স), কামিল (স্নাতকোত্তর), ২ বছর মেয়াদি ও কামিল (স্নাতকোত্তর) মাস্টার্স ১ বছর মেয়াদি (সরকারি ও বেসরকারি) মাদরাসায় অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর পিতা/মাতা, আইনানুগ অভিভাবক (পিতা/মাতার অবর্তমানে)/স্বামী (ছাত্রীর অভিভাবক) বুঝাবে।
২২. 'গভর্নিং বডি' বলতে মাদরাসার গভর্নিং বডি বুঝাবে।
২৩. 'এডহক কমিটি' বলতে মাদরাসার এডহক কমিটি বুঝাবে।

২৪. 'সভাপতি' বলতে ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত অধিভুক্ত মাদরাসার গভর্নিং বডি/এডহক কমিটির সভাপতিকে বুঝাবে;

২৫. 'বিদোৎসাহী' বলতে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর/বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান/মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক মনোনীত গভর্নিং বডির 'বিদ্যোৎসাহী প্রতিনিধি'কে বুঝাবে;

২৬.'প্রতিষ্ঠাতা সদস্য' বলতে ঐ ব্যক্তি যিনি মহানগর শহরে ন্যূনতম ২০,০০,০০০/= (বিশ লক্ষ) টাকা, জেলা শহরে ন্যূনতম ১৫,০০,০০০/= (পনের লক্ষ) টাকা, অন্যান্য ক্ষেত্রে ন্যূনতম ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকা বা সমপরিমাণ সম্পদ এককালীন দান করবে এবং দানকারী কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান হলে সেক্ষেত্রে মহানগর এলাকায় ন্যূনতম ৩০,০০,০০০/= (ত্রিশ লক্ষ) টাকা, জেলা শহরে ন্যূনতম ২৫,০০,০০০/= (পঁচিশ লক্ষ) টাকা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ন্যূনতম ২০,০০,০০০/= (বিশ লক্ষ) টাকা বা সমপরিমাণ সম্পদ এককালীন দান করবে।
(কোনো প্রতিষ্ঠাতা সদস্যের মৃত্যু হলে তার উত্তরাধিকারীদের মধ্য হতে তাদের মনোনীত একজন ব্যক্তি 'প্রতিষ্ঠাতা সদস্য' হিসেবে গণ্য হবে। এ সংবিধি অনুমোদনের পূর্বে যতজন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান 'প্রতিষ্ঠাতা সদস্য' হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ছিল তারাও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। নতুন কোনো ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান সংবিধি অনুযায়ী অর্থ বা সম্পদ প্রদান করলে তারাও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে গণ্য হবে।

২৭. 'দাতা সদস্য' বলতে এরূপ ব্যক্তি বুঝাবে, যিনি/যারা ন্যূনতম মহানগর এলাকায় অবস্থিত ফাজিল বা কামিল স্তরে ৫,০০,০০০/= (পাঁচ লক্ষ) টাকা, অন্যান্য ক্ষেত্রে ২,০০,০০০/= (দুই লক্ষ) টাকা বা তদুর্ধ্ব সমমূল্যের সম্পদ এককালীন মাদরাসাকে দান করবেন। দাতাগণ 'দাতা প্রতিনিধি' নির্বাচনে আজীবন অংশগ্রহণ করতে পারবেন। তবে তাদের কোনো উত্তরাধিকারীর এ অধিকার থাকবে না। মাদরাসার বিদ্যমান গভর্নিং বডি গঠনের লক্ষ্যে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার কমপক্ষে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিন পূর্বে গভর্নিং বডি/এডহক কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে দাতা সংগ্রহের লক্ষ্যে ৩০ (ত্রিশ) দিনের সময় দিয়ে অধ্যক্ষ নোটিশ জারি করবেন। নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে নির্ধারিত পরিমাণ টাকা বা তদুর্ধ্ব সমমূল্যের সম্পদ মাদরাসাকে দান করবেন। দানকৃত টাকা মাদরাসার ব্যাংক হিসাবে নগদ অথবা চেকের মাধ্যমে এককালীন জমা দিয়ে সদস্য হিসেবে তালিকাভূক্ত হবেন।
এ সংবিধি অনুমোদনের পূর্বে যতজন ব্যক্তি 'দাতা সদস্য' হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তারাও দাতা সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। নতুন কোনো ব্যক্তি সংবিধি অনুযায়ী অর্থ বা সম্পদ প্রদান করলে তারাও দাতা সদস্য হিসেবে গণ্য হবেন।

* কোনো ব্যক্তির নামে নতুন ফাজিল বা কামিল মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করতে হলে মহানগর এলাকার জন্য ৭৫ (পঁচাত্তর) লক্ষ টাকা অথবা সমপরিমাণ সম্পদ মাদরাসায় প্রদান করতে হবে এবং মহানগর ব্যতীত অন্যান্য এলাকার জন্য ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা অথবা সমপরিমাণ সম্পদ প্রদান করতে হবে। অবশ্য কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার নামে কোনো মাদরাসা প্রতিষ্ঠা হয়ে থাকলে উক্ত মাদরাসার নাম পরিবর্তন করা যাবে না। এছাড়া অন্য কোনো কারণে কোনো মাদরাসার নাম পরিবর্তন করতে হলে পরিবর্তনের বিষয়ে গভর্নিং বডির অনুমোদনক্রমে বহুল প্রচারিত একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের সুপারিশসহ রেজিস্ট্রার, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-এর অনুকূলে যেকোনো সরকারি সিডিউলভুক্ত ব্যাংক থেকে গৃহীত ফি বাবদ নির্ধারিত ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা ব্যাংক ড্রাফটসহ আবেদন করতে হবে। নাম পরিবর্তনকারী সকল মাদরাসার ক্ষেত্রে এ নিয়ম প্রযোজ্য হবে।
আদালত কর্তৃক স্বীকৃত কোনো যুদ্ধাপরাধী ও প্রতিষ্ঠানের নামে মাদরাসার নামকরণ করা যাবে না।
প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স.) ও তাঁর সাহাবি, পীর-আউলিয়া, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্যগণ, ইসলামি দার্শনিক-চিন্তাবিদ, বীরশ্রেষ্ঠগণের নামে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করলে উক্ত অনুদান প্রযোজ্য নয়। তবে এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বানুমতি নিতে হবে।

ক. ফাজিল স্নাতক (পাস), ফাজিল স্নাতক (অনার্স), কামিল (স্নাতকোত্তর) ২ বছর মেয়াদি ও কামিল (স্নাতকোত্তর) মাস্টার্স ১ বছর মেয়াদি মাদরাসাসমূহের প্রাথমিক পাঠদান, অধিভুক্তি, অধিভুক্তি নবায়ন এবং প্রাথমিক পাঠদান/অধিভুক্তি বাতিল সংক্রান্ত সংবিধি

ক. ফাজিল স্নাতক (পাস), ফাজিল স্নাতক (অনার্স), কামিল (স্নাতকোত্তর) ২ বছর মেয়াদি ও কামিল (স্নাতকোত্তর) মাস্টার্স ১ বছর মেয়াদি মাদরাসাসমূহের প্রাথমিক পাঠদান, অধিভুক্তি, অধিভুক্তি নবায়ন এবং প্রাথমিক পাঠদান/অধিভুক্তি বাতিল সংক্রান্ত সংবিধি

১. ফাজিল স্নাতক (পাস) স্তরে প্রাথমিক পাঠদান অনুমতির শর্তাবলি

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড হতে একাডেমিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত একটি আলিম মাদরাসা একাদিক্রমে ৩ (তিন) শিক্ষাবর্ষব্যাপী সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হওয়ার পর নিম্নোক্ত শর্তাবলি সাপেক্ষে ফাজিল স্নাতক (পাস) স্তরে প্রাথমিক পাঠদান অনুমতি লাভের জন্য আবেদন করার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

১.১ ভৌগলিক দূরত্ব:

১০ (দশ) কিলোমিটারের মধ্যে অধিভুক্ত ফাজিল স্তরের কোনো মাদরাসা থাকলে নতুন কোনো ফাজিল স্তরের মাদরাসার প্রাথমিক পাঠদান অনুমতি প্রদান করা যাবে না (উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা/জেলা প্রশাসকের নিকট থেকে দূরত্ব সনদ নিতে হবে)। মহানগর, পৌর, শিল্পাঞ্চল, পার্বত্য অঞ্চল ও দুর্গম এলাকাসমূহে এবং মহিলা মাদরাসা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এ শর্ত ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় এর ভাইস চ্যান্সেলরের বিবেচনায় শিথিলযোগ্য।

১.২. মাদরাসা ক্যাম্পাসে অখন্ড ভূমির পরিমাণ:

ক. মেট্রোপলিটন এলাকায় ০.৪০ একর

খ. পৌর/শিল্প এলাকায় ০.৬০ একর

গ. মফস্বল এলাকায় ১.০০ একর

ঘ. সংশ্লিষ্ট মাদরাসার নামে জমি রেজিস্ট্রিকৃত হতে হবে। জমির দলিলপত্র, ডিসিআর (ইতোপূর্বে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়), মিউটেশন, হালনাগাদ খাজনা/ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের আনুষঙ্গিক কাগজপত্র থাকতে হবে এবং উক্ত জমির উপরই মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

ঙ. সহকারী কমিশনার (ভূমি) কর্তৃক অখণ্ড জমির সনদ নিতে হবে।

১.৩. ভবন :

ক. প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের পৃথক কক্ষ, ছাত্র-ছাত্রীদের পৃথক সেমিনার কক্ষ, ছাত্রীদের কমন রুম ছাড়াও ১৫ (পনেরো)টি শ্রেণিকক্ষ থাকতে হবে। এছাড়া গ্রন্থাগার, শিক্ষকদের মিলনায়তন, বিজ্ঞানাগার (যদি বিজ্ঞান শাখা থাকে) ইত্যাদির জন্য পৃথক কক্ষ থাকতে হবে। মাদরাসার পাকা/আধা পাকা ভবন থাকতে হবে।

খ. প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য র‍্যাম্প (Ramp) ও সংরক্ষিত পৃথক কক্ষ নির্ধারিত থাকতে হবে।

গ. মহানগরীতে ফাজিল ও কামিল মাদরাসা ভাড়া বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করা যাবে। এক্ষেত্রে ২০,০০০ (বিশ) হাজার বর্গফুট বাড়ি (এক বা একাধিক ভবন) ১০ বছরের জন্য চুক্তিনামা সম্পাদিত হতে হবে। ১২ বছরের মধ্যে স্থায়ী ক্যাম্পাসে স্থানান্তরিত হতে হবে।

১.৪. গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক:

মাদরাসায় একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার থাকতে হবে। গ্রন্থাগারে অন্তত ২,০০০ (দুই হাজার) কিতাব/বই থাকতে হবে। এছাড়াও ন্যূনতম ২০০ রেফারেন্স বই থাকতে হবে। মাদরাসায় গ্রন্থাগারিক, সহকারী গ্রন্থাগারিক/ক্যাটালগার ও অন্যান্য কর্মচারী থাকতে হবে। গ্রন্থাগারে শিক্ষার্থীদের অধ্যয়নের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

১.৫. বিজ্ঞানাগার ও বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম:

ফাজিল স্নাতক (পাস) মাদরাসায় বিজ্ঞান বিভাগের জন্য প্রতিটি বিষয়ের পৃথক ল্যাবরেটরির ব্যবস্থা থাকতে হবে। ব্যবহারিক ক্লাসের জন্য পাঠ্যসূচি অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্যাদি এবং অন্যান্য সরঞ্জামের ব্যবস্থা থাকতে হবে। প্রতি বিষয়ের জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন ডেমোনস্ট্রেটর (প্রদর্শক) থাকতে হবে। শিক্ষার্থীর সংখ্যানুযায়ী ল্যাবরেটরিতে সুযোগ সুবিধা থাকতে হবে।

১.৬ শিক্ষক, শিক্ষার্থী, পরীক্ষার্থী ও ফলাফল:

ফাজিল স্নাতক (পাস) স্তরে প্রাথমিক পাঠদান অনুমতির জন্য আলিম স্তরে নিম্নবর্ণিত শিক্ষক, শিক্ষার্থী, পরীক্ষার্থী ও ফলাফল থাকতে হবে;

ক. শিক্ষক: ফাজিল স্নাতক (পাস) স্তরে প্রাথমিক পাঠদান অনুমতি প্রদানের পূর্বে ফাজিল স্তরে কমপক্ষে অতিরিক্ত ২ জন শিক্ষক থাকতে হবে।

খ. শিক্ষার্থীর সংখ্যা:

স্তর	অঞ্চল	সহশিক্ষা এবং বালক প্রতিষ্ঠান	বালিকা প্রতিষ্ঠান
আলিম স্তর পর্যন্ত (প্রথম-দ্বাদশ)	শহর	৪০০ জন	৩০০ জন
	মফস্বল	৩০০ জন	২৫০ জন

গ. পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ও ফলাফল:

স্তর ও সংখ্যা	অঞ্চল	ন্যূনতম সংখ্যা	ন্যূনতম পাসের হার
আলিম স্তর	শহর	৩৫ জন	৬০%
	মফস্বল	২৫ জন	৬০%

১.৭ আর্থিক ফান্ড:

ক. বার্ষিক আয়:

মাদরাসার শিক্ষার্থীর বেতনসহ অন্যান্য আয়ের উৎস হতে বার্ষিক আয়ের পরিমাণ হবে কমপক্ষে ১,৫০,০০০/= (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা। ভাড়া বাড়ির ক্ষেত্রে ৩,০০,০০০/= (তিন লক্ষ) টাকা।

খ. রিজার্ভ ফান্ড:

রিজার্ভ ফান্ডে কমপক্ষে ২,০০,০০০/= (দুই লক্ষ) টাকা, ভাড়া বাড়ির ক্ষেত্রে ৪,০০,০০০/= (চার লক্ষ) টাকা জমা থাকতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া রিজার্ভ ফান্ডের টাকা উত্তোলন করা যাবে না।

গ. জেনারেল ফান্ড:

জেনারেল ফান্ডে কমপক্ষে ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকা, ভাড়া বাড়ির ক্ষেত্রে ২,০০,০০০/= (দুই লক্ষ) টাকা জমা থাকতে হবে।

২. ফাজিল স্নাতক (পাস) স্তরে অধিভুক্তির আবেদনের শর্তাবলি

উপর্যুক্ত শর্তাবলি এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য শর্তাবলি পূরণ সাপেক্ষে ফাজিল স্নাতক (পাস) স্তরে প্রাথমিক পাঠদান অনুমতিপ্রাপ্ত একটি মাদরাসা একাদিক্রমে ০৩ (তিন) শিক্ষাবর্ষব্যাপী সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হওয়ার পর ফাজিল স্নাতক (পাস) স্তরে অধিভুক্তির জন্য আবেদন করার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

২. ১ শিক্ষক, শিক্ষার্থী, পরীক্ষার্থী ও ফলাফল:

ফাজিল স্নাতক (পাস) কোর্সে অধিভুক্তির জন্য ফাজিল স্নাতক (পাস) স্তরে নিম্নবর্ণিত শিক্ষক, শিক্ষার্থী, পরীক্ষার্থী ও ফলাফল থাকতে হবে:

ক. **শিক্ষক:** ফাজিল স্নাতক (পাস) কোর্সে অধিভুক্তি প্রদানের পূর্বে ফাজিল স্তরে কমপক্ষে অতিরিক্ত ২ জন শিক্ষক থাকতে হবে।

খ. শিক্ষার্থীর সংখ্যা:

স্তর	অঞ্চল	সহশিক্ষা এবং বালক প্রতিষ্ঠান	বালিকা প্রতিষ্ঠান
ফাজিল স্তর পর্যন্ত পর্যন্ত (প্রথম-পঞ্চদশ)	শহর	৪৫০ জন	৩৫০ জন
	মফস্বল	৩৫০ জন	৩০০ জন

গ. পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ও ফলাফল:

স্তর ও সংখ্যা	অঞ্চল	ন্যূনতম সংখ্যা	ন্যূনতম পাসের হার
ফাজিল স্তর	শহর	৩০ জন	৬০%
	মফস্বল	২০ জন	৬০%

২.২ সাধারণ শর্তাবলি

ক. শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সংখ্যা অনুসারে চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ, আলমারি, কম্পিউটার ব্লাকবোর্ড/হোয়াইটবোর্ডসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকতে হবে।

খ. মাদরাসা চত্বরে বা এর সন্নিকটে অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের জন্য যথাসম্ভব আবাসিক ব্যবস্থা থাকতে হবে।

গ. শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের জন্য পৃথক স্যানিটেশন সুবিধা এবং বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

ঘ. ছাত্র ও শিক্ষকদের জামা'আতে নামাজ আদায়ের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

ঙ. শিক্ষার্থীদের শরীরচর্চা, খেলাধুলা ও স্কাউটিং/রোভার স্কাউটিং-এর বিশেষ সুবিধা থাকতে হবে। খেলাধুলার জন্য পর্যাপ্ত সরঞ্জাম ও উপযুক্ত খেলার মাঠ থাকতে হবে।

চ. প্রশাসনিক ও একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মাদরাসায় ইন্টারনেট সংযোগ ও প্রিন্টারসহ ন্যূনতম ২টি কম্পিউটার ও প্রজেক্টর থাকতে হবে।

ছ. প্রাথমিক পাঠদান অনুমতি/অধিভুক্তির বিষয় বিবেচনার পূর্বে বিধি মোতাবেক এডহক কমিটি/গভর্নিং বডি/ম্যানেজিং কমিটি থাকতে হবে।

জ. নিয়মিত অধ্যক্ষের মাধ্যমে প্রাথমিক পাঠদান অনুমতি/অধিভুক্তির আবেদন করতে হবে।

ঝ. প্রাথমিক পাঠদান অনুমতির জন্য আবেদনকারী কোনো মাদরাসা অনুমতি পাওয়ার পূর্বে শিক্ষার্থী ভর্তি করলে তার আবেদন বাতিল করা হবে এবং প্রাথমিক পাঠদান অনুমতির জন্য জমাকৃত 'ফি' ফেরত প্রদান করা হবে না।

ঞ. প্রাথমিক পাঠদান অনুমতি জন্য আবেদনকারী মাদরাসার পার্শ্ববর্তী এলাকায় ফিডার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে ন্যূনতম ২টি আলিম পর্যায়ের মাদরাসা থাকতে হবে। যাতে আলিম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী দ্বারা মাদরাসাটির ফাজিল স্নাতক (পাস) স্তরের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা যায়।

ট. বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বানুমতি ছাড়া মাদরাসায় নতুন স্তর, কোর্স ও বিষয় খোলা যাবে না।

ঠ. ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বানুমতি ছাড়া মাদরাসা অন্য কোনো স্থানে স্থানান্তরিত করা যাবে না।

৩. নতুন স্বতন্ত্র ফাজিল স্নাতক (পাস) শিক্ষা কার্যক্রমের প্রাথমিক পাঠদানের/অধিভুক্তির শর্তাবলী

৩.১. ফাজিল স্নাতক (পাস) শিক্ষা কার্যক্রমে প্রাথমিক পাঠদানের জন্য নতুন স্বতন্ত্র ফাজিল স্নাতক (পাস) মাদরাসা আবেদন করার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

৩.২. প্রাথমিক পাঠদানের জন্য আবেদনকারী নতুন স্বতন্ত্র ফাজিল স্নাতক (পাস) মাদরাসার নিজস্ব অখন্ড জমি থাকতে হবে এবং উক্ত জমির উপরেই স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব রেজিস্ট্রিকৃত জমির দলিল ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্রাদি থাকতে হবে। সাধারণভাবে মাদরাসার জমির পরিমাণ হবে নিম্নরূপ:

(ক) মেট্রোপলিটন এলাকা: ০.৪০ একর

(খ) পৌর/ শিল্প এলাকা: ০.৬০ একর

(গ) মফস্বল এলাকা: ১.০০ একর

৩.৩. অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও শিক্ষকদের জন্য পৃথক কক্ষ থাকতে হবে। প্রশাসনিক কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় পৃথক কক্ষ এবং ছাত্র-ছাত্রীদের ভিন্ন ভিন্ন কমন রুম ছাড়াও ৭০০ বর্গফুট আকার বিশিষ্ট ০৩ (তিন) টি শ্রেণী কক্ষ থাকতে হবে।

৩.৪. শিক্ষক/ শিক্ষিকা এবং শিক্ষার্থীদের সংখ্যানুপাতে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র থাকতে হবে।

৩.৫. যে সকল বিষয়ে নতুন স্বতন্ত্র ফাজিল স্নাতক (পাস) শিক্ষা কার্যক্রম চালু করার আবেদন করা হচ্ছে, ঐ বিষয়গুলোর প্রতেকটিতে ন্যুনতম ০৪ (চার) জন করে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক/ শিক্ষিকা কর্মরত থাকতে হবে। বিজ্ঞান শিক্ষা কার্যক্রমে প্রতিটি বিষয়ে কমপক্ষে ০৪ (চার) জন শিক্ষক/ শিক্ষিকা এবং একজন প্রদর্শক কর্মরত থাকতে হবে।

৩.৬. স্বতন্ত্র ফাজিল স্নাতক (পাস) পর্যায়ে প্রাথমিক পাঠদানের মেয়াদ ৩ বছর হলে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ন্যুনতম ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) জন (৩ বছরের গড় সংখ্যা) হলে, ফাজিল স্নাতক (পাস) বিষয়ের অধিভুক্তির অন্যান্য শর্ত পূরণ করলে, আবেদনপত্র যাচাই বাছাই ও সরেজমিন পরিদর্শন করে সন্তোষজনক হওয়া সাপেক্ষে অধিভুক্তির জন্য বিবেচনা করা যাবে।

৪. ফাজিল স্নাতক (অনার্স) কোর্সে প্রাথমিক পাঠদানের আবেদনের শর্তাবলি

ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ে কামিল (স্নাতকোত্তর) স্তরে অধিভুক্তিপ্রাপ্ত একটি মাদরাসা ফাজিল স্নাতক (অনার্স) কোর্সে প্রাথমিক পাঠদানের জন্য আবেদন করার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

৪.১ ভৌগলিক দূরত্ব:

১৫ (পনের) কিলোমিটারের মধ্যে কোনো ফাজিল স্নাতক (অনার্স) মাদরাসা থাকলে নতুন কোনো ফাজিল স্নাতক (অনার্স) স্তরের মাদরাসার প্রাথমিক পাঠদান/অধিভুক্তি প্রদান করা যাবে না (উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা/জেলা প্রশাসকের নিকট থেকে দূরত্ব সনদ নিতে হবে)। (মহানগর, পৌর, শিল্পাঞ্চল, পার্বত্য অঞ্চল ও দুর্গম এলাকাসমূহে এবং মহিলা মাদরাসা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এ শর্ত ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় ভাইস চ্যান্সেলরের বিবেচনামতে শিথিলযোগ্য)।

৪.২ মাদরাসা ক্যাম্পাসে অখন্ড ভূমির পরিমাণ:

ক. মেট্রোপলিটন এলাকায় ০.৫০ একর

খ. পৌর/শিল্প এলাকায় ১.০০ একর

গ. মফস্বল এলাকায় ২.০০ একর

৪.৩ ভবন

ফাজিল স্নাতক (অনার্স) কোর্সের প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৪০০ বর্গফুট বিশিষ্ট ৪ (চার)টি অতিরিক্ত কক্ষ, ১ (এক)টি সেমিনার কক্ষ ও প্রত্যেক বিভাগের জন্য ১ (এক)টি বিভাগীয় কক্ষ থাকতে হবে।

৪.৪ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক:

ফাজিল স্নাতক (অনার্স) কোর্সের প্রতিটি বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য অতিরিক্ত কমপক্ষে ১০০ (একশত) রেফারেন্স বই থাকতে হবে। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা জার্নাল এবং সাময়িকী সংরক্ষণ করতে হবে।

৪.৫ শিক্ষক, শিক্ষার্থীর সংখ্যা, পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ও ফলাফল

ক. শিক্ষক

ফাজিল স্নাতক (অনার্স) কোর্সের প্রতিটি বিষয়ের জন্য কমপক্ষে ৩ (তিন) জন প্রভাষক ও ১ (এক) জন সহকারী অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক/অধ্যাপক (যিনি বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করবেন) থাকতে হবে।

খ. মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা

স্তর	অঞ্চল	সহশিক্ষা ও শুধু বালক প্রতিষ্ঠান	বালিকা প্রতিষ্ঠান
কামিল স্তরের মাদরাসা (প্রথম-কামিল)	শহর	৫০০ জন	৪০০ জন
	মফস্বল	৪৫০ জন	৩৫০ জন

গ. পরীক্ষার ফলাফল

স্তর ও সংখ্যা	অঞ্চল	পরীক্ষার্থীদের ন্যূনতম সংখ্যা	পাসের ন্যূনতম হার
আলিম পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	শহর	৬০ জন	৬০%
	মফস্বল	৪০ জন	৬০%

৪.৬ আর্থিক ফান্ড

ক. বার্ষিক আয়

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীর বেতনসহ অন্যান্য আয়ের উৎস হতে বার্ষিক আয়ের পরিমাণ হবে কমপক্ষে ২,০০,০০০/= (দুই লক্ষ) টাকা।

খ. রিজার্ভ ফান্ড :

কমপক্ষে ২,০০,০০০/= (দুই লক্ষ) টাকা রিজার্ভ ফান্ডে জমা থাকতে হবে। এছাড়া প্রতিটি অনার্স বিষয়ের জন্য ন্যূনতম ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা মাদরাসার রিজার্ভ ফান্ডে জমা থাকতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া রিজার্ভ ফান্ডের টাকা উত্তোলন করা যাবে না।

গ. জেনারেল ফান্ড :

কমপক্ষে ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকা জেনারেল ফান্ডে জমা থাকতে হবে।

(৫) ফাজিল স্নাতক (অনার্স) কোর্সে অধিভুক্তির আবেদনের শর্তাবলি

উপর্যুক্ত শর্তাদি এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত শর্তাবলি পূরণ সাপেক্ষে ফাজিল স্নাতক (অনার্স) কোর্সে প্রাথমিক পাঠদান অনুমতিপ্রাপ্ত একটি মাদরাসা একাদিক্রমে ৩ (তিন) শিক্ষাবর্ষব্যাপী সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হওয়ার পর নিম্নে উল্লেখিত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ও ফলাফল অর্জন সাপেক্ষে ফাজিল স্নাতক (অনার্স) কোর্সে অধিভুক্তির জন্য আবেদন করার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

৫.১ মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা, পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ও ফলাফল:

ফাজিল স্নাতক (অনার্স) কোর্সে অধিভুক্তির ক্ষেত্রে নিম্নের ছক অনুযায়ী মোট শিক্ষার্থী থাকতে হবে–

ক. মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা

স্তর	অঞ্চল	সহশিক্ষা এবং বালক প্রতিষ্ঠান	বালিকা প্রতিষ্ঠান
ফাজিল (অনার্স) স্তরের মাদরাসা (প্রথম-ষোড়শ)	শহর	৭০০ জন	৪৫০ জন
	মফস্বল	৬০০ জন	৪০০ জন

খ. পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ও ফলাফল

ফাজিল স্নাতক (অনার্স) কোর্সে অধিভুক্তির ক্ষেত্রে ফাজিল স্নাতক (অনার্স) পরীক্ষায় নিম্নরূপ ফলাফল অর্জন করতে হবে–

স্তর	অঞ্চল	পরীক্ষার্থী	পাসের ন্যূনতম হার
ফাজিল অনার্স (প্রতি বর্ষে)	শহর	৩০ জন	৭০%
	মফস্বল	২৫ জন	৭০%

৬. নতুন স্বতন্ত্র ফাজিল স্নাতক (অনার্স) শিক্ষা কার্যক্রমের প্রাথমিক পাঠদানের/ অধিভুক্তির শর্তাবলী

৬.১. স্বতন্ত্র ফাজিল স্নাতক (অনার্স) পর্যায়ে শিক্ষা কার্যক্রমের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কর্মরত ৭ (সাত) জন পূর্ণকালীন শিক্ষকদের মধ্যে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) জন শিক্ষকের ন্যূনতম ২য় শ্রেণির স্নাতক সম্মানসহ ২য় শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এবং শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। কোনো বিষয়ে নতুন স্বতন্ত্র ফাজিল স্নাতক (অনার্স) শিক্ষা কার্যক্রমে প্রাথমিক পাঠদান পাওয়ার পর শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনো পর্যায়ে তৃতীয় শ্রেণী প্রাপ্ত শিক্ষক/ শিক্ষিকা নিয়োগ প্রদান করা যাবে না।

৬.২. স্বতন্ত্র ফাজিল স্নাতক (অনার্স) শিক্ষা কার্যক্রমের প্রতিটি বিষয়ের জন্য কমপক্ষে ৪০০ বর্গফুট আকার বিশিষ্ট ০৪টি অতিরিক্ত কক্ষ, ১ টি সেমিনার কক্ষ এবং প্রতি বিভাগে প্রয়োজনীয় কক্ষ থাকতে হবে।

৬.৩. স্বতন্ত্র ফাজিল স্নাতক (অনার্স) পর্যায়ে প্রতিটি বিষয়ে ১ (এক) টি সেমিনার লাইব্রেরি (পূর্ণকালীন একজন সহকারী গ্রন্থাগারিকসহ) সংশ্লিষ্ট পাঠ্যপুস্তক এবং রেফারেন্স বইয়ের সংখ্যা কমপক্ষে ২০০০ (দুই হাজার) হতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ সমকালীন গবেষণা পত্রিকা ও সাময়িকী নিয়মিত ক্রয় ও সংরক্ষণ করতে হবে। ছাত্র/ছাত্রীদের নিয়মিত পাঠাভ্যাস নিশ্চিত করতে হবে।

৬.৪. বিজ্ঞান বিষয়গুলোর জন্য ছাত্র/ছাত্রীদের সংখ্যানুপাতে বিজ্ঞানাগার, প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য ও সরঞ্জাম থাকতে হবে। এ ব্যাপারে স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত তালিকা অনুযায়ী সংগৃহীত সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির তালিকা অধিভুক্তির আবেদনের সাথে জমা দিতে হবে। স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত অধ্যক্ষ থাকতে হবে, ফাজিল স্নাতক (অনার্স) শিক্ষা কার্যক্রম চালু রাখার জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবশ্যই আর্থিক সঙ্গতি থাকতে হবে এবং প্রতিটি অনার্স বিষয়ের অনুকূলে অতিরিক্ত ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা করে রিজার্ভ ফান্ডে থাকতে হবে।

৬.৫. প্রতিটি বিষয়ের জন্য কমপক্ষে ৫টি কম্পিউটার (প্রিন্টারসহ) ও ইন্টারনেট সংযোগের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৬.৬. অধিভুক্ত এমপিওভুক্ত মাদরাসা/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্যান্য স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিজস্ব তহবিল থেকে শিক্ষকগণের বেতন-ভাতা প্রদানসহ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার আর্থিক সক্ষমতা থাকতে হবে। প্রতি কোর্স অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত রিজার্ভ/জেনারেল ফান্ড, জমি/ভবন/কক্ষ, অধ্যক্ষ/প্রতিষ্ঠান প্রধান, শিক্ষক, শিক্ষার্থী,

অফিস স্টাফ ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র থাকতে হবে। নিজস্ব জমি না থাকলে ভাড়া বাড়ির ক্ষেত্রে ১০ (দশ) বছরের জন্য চুক্তিনামা সম্পাদিত হতে হবে এবং ১২ (বারো) বছরের মধ্যে স্থায়ী ক্যাম্পাসে স্থানান্তর করতে হবে।

৬.৭. স্বতন্ত্র ফাজিল স্নাতক (অনার্স) পর্যায়ে প্রাথমিক পাঠদানের মেয়াদ ৩ বছর হলে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ন্যূনতম ৩৫ জন (৩ বছরের গড় সংখ্যা) হলে, ফাজিল স্নাতক(অনার্স) বিষয়ের অধিভুক্তির অন্যান্য শর্ত পূরণ করলে, আবেদনপত্র যাচাই বাছাই ও সরেজমিন পরিদর্শন করে সন্তোষজনক হওয়া সাপেক্ষে অধিভুক্তির জন্য বিবেচনা করা যাবে।

৭. কামিল (স্নাতকোত্তর) ২ বছর মেয়াদি স্তরে প্রাথমিক পাঠদানের আবেদনের শর্তাবলি

ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফাজিল স্নাতক (পাস) স্তরে অধিভুক্তিপ্রাপ্ত একটি মাদরাসা একাদিক্রমে ০৩ (তিন) শিক্ষাবর্ষব্যাপী সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হওয়ার পর কামিল (স্নাতকোত্তর) ২ বছর মেয়াদি কোর্সে প্রাথমিক পাঠদানের জন্য আবেদন করার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

{প্রতি জেলায় ৪টির বেশি মাদরাসায় কামিল (স্নাতকোত্তর) ২ বছর মেয়াদি শ্রেণিতে প্রাথমিক পাঠদানের অনুমতি দেওয়া যাবে না}। তবে প্রয়োজনে ভাইস চ্যান্সেলরের অনুমোদন সাপেক্ষে এর সংখ্যা ৪ (চার)-এর অধিক হতে পারে।

৭.১ মাদরাসা ক্যাম্পাসে অখন্ড ভূমির পরিমাণ:

ক. মেট্রোপলিটন এলাকায় ০.৫০ একর
খ. পৌর/শিল্প এলাকায় ১.০০ একর
গ. মফস্বল এলাকায় ২.০০ একর

৭.২ ভবন

কামিল (স্নাতকোত্তর) ২ বছর মেয়াদি কোর্সের প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৪০০ বর্গফুট বিশিষ্ট ২ টি অতিরিক্ত কক্ষ, ১ টি সেমিনার কক্ষ (অনার্স না থাকলে) ও প্রত্যেক বিভাগের জন্য ১ টি বিভাগীয় কক্ষ থাকতে হবে।

৭.৩ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক:

কামিল (স্নাতকোত্তর) ২ বছর মেয়াদি কোর্সের প্রতিটি বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য অতিরিক্ত কমপক্ষে ১০০ (একশত) রেফারেন্স বই থাকতে হবে। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা জার্নাল এবং সাময়িকী সংরক্ষণ করতে হবে।

৭.৪ শিক্ষক, শিক্ষার্থীর সংখ্যা, পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ও ফলাফল:

কামিল (স্নাতকোত্তর) ২ বছর মেয়াদি কোর্সের প্রাথমিক পাঠদান অনুমতির জন্য ফাজিল স্তরে নিম্নবর্ণিত শিক্ষার্থী ও ফলাফল থাকতে হবে-

ক. শিক্ষক

কামিল (স্নাতকোত্তর) ২ বছর মেয়াদি কোর্সের প্রতিটি বিষয়ের জন্য কমপক্ষে ২ (দুই) জন প্রভাষক ও ২ (দুই) জন মুহাদ্দিস/ মুফাসসির/ ফকিহ/ আদিব/ সহকারী অধ্যাপক/ সহযোগী অধ্যাপক/ অধ্যাপক (যিনি বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করবেন) থাকতে হবে।

খ. মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা:

স্তর	অঞ্চল	সহশিক্ষা এবং বালক প্রতিষ্ঠান	বালিকা প্রতিষ্ঠান
ফাজিল(স্নাতক) স্তরের মাদরাসা (প্রথম-পঞ্চদশ)	শহর	৫০০ জন	৪০০ জন
	মফস্বল	৪৫০ জন	৩৫০ জন

গ. পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ও ফলাফল:

স্তর	অঞ্চল	পরীক্ষার্থীদের ন্যূনতম সংখ্যা	পাসের ন্যূনতম হার
ফাজিল (স্নাতক) পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	শহর	৪০ জন	৬০%
	মফস্বল	৩০ জন	৬০%

৭.৫ আর্থিক ফান্ড:

ক. বার্ষিক আয়

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীর বেতনসহ অন্যান্য আয়ের উৎস হতে বার্ষিক আয়ের পরিমাণ হবে কমপক্ষে ২,০০,০০০/= (দুই লক্ষ) টাকা।

খ. রিজার্ভ ফান্ড

কমপক্ষে ২,০০,০০০/= (দুই লক্ষ) টাকা রিজার্ভ ফান্ডে জমা থাকতে হবে। এছাড়া প্রতিটি কামিল (স্নাতকোত্তর) ২ বছর মেয়াদি বিষয়ের জন্য ন্যূনতম ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা মাদরাসার রিজার্ভ ফান্ডে জমা থাকতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া রিজার্ভ ফান্ডের টাকা উত্তোলন করা যাবে না।

গ. জেনারেল ফান্ড

কমপক্ষে ১,৫০,০০০/= (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা জেনারেল ফান্ডে জমা থাকতে হবে।

৮. কামিল (স্নাতকোত্তর) ২ বছর মেয়াদি স্তরে অধিভুক্তির আবেদনের শর্তাবলী:

উপর্যুক্ত শর্তাদি এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত শর্তাবলি পূরণ সাপেক্ষে কামিল (স্নাতকোত্তর) ২ বছর মেয়াদি প্রাথমিক পাঠদান অনুমতিপ্রাপ্ত একটি মাদরাসা একাদিক্রমে ৩ (তিন) শিক্ষাবর্ষব্যাপী সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হওয়ার পর নিম্নে বর্ণিত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ও ফলাফল অর্জন সাপেক্ষে কামিল (স্নাতকোত্তর) ২ বছর মেয়াদি শ্রেণিতে অধিভুক্তির জন্য আবেদন করার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

৮.১ শিক্ষক, শিক্ষার্থীর সংখ্যা, পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ও ফলাফল:

কামিল (স্নাতকোত্তর) ২ বছর মেয়াদি স্তরে অধিভুক্তির ক্ষেত্রে নিম্নের ছক অনুযায়ী–

ক. শিক্ষক

কামিল (স্নাতকোত্তর) ২ বছর মেয়াদি কোর্সের প্রতিটি বিষয়ের জন্য কমপক্ষে ২ (দুই) জন প্রভাষক ও ২ (দুই) জন মুহাদ্দিস/ মুফাসসির/ ফকিহ/ আদিব/ সহকারী অধ্যাপক/ সহযোগী অধ্যাপক/ অধ্যাপক (যিনি বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করবেন) থাকতে হবে।

খ. মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা:

স্তর	অঞ্চল	সহশিক্ষা এবং বালক প্রতিষ্ঠান	বালিকা প্রতিষ্ঠান
কামিল (স্নাতকোত্তর) স্তরের মাদরাসা	শহর	৭০০ জন	৪৫০ জন
	মফস্বল	৬০০ জন	৪০০ জন

গ. পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ও ফলাফল:

কামিল (স্নাতকোত্তর) ২ বছর মেয়াদি কোর্স অধিভুক্তির ক্ষেত্রে সে স্তরে পাবলিক পরীক্ষায় নিম্নরূপ ফলাফল অর্জন করতে হবে–

স্তর	অঞ্চল	পরীক্ষার্থী	পাসের ন্যূনতম হার
কামিল (প্রতি পর্বে)	শহর	২৫ জন	৬০%
	মফস্বল	২০ জন	৬০%

৯. নতুন স্বতন্ত্র কামিল (স্নাতকোত্তর) ২ বছর মেয়াদী শিক্ষা কার্যক্রমের প্রাথমিক পাঠদানের/ অধিভুক্তির শর্তাবলী:

৯.১. অধিভুক্ত ফাজিল স্নাতক (পাস) মাদরাসায় নতুন স্বতন্ত্র কামিল (স্নাতকোত্তর) ২ বছর মেয়াদি শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত বিধিবিধান অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কমপক্ষে ১২ (বারো) জন শিক্ষক/ শিক্ষিকা কর্মরত থাকতে হবে। ফাজিল স্নাতক (অনার্স) ব্যতীত স্নাতকোত্তর শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হলে ৯ (নয়) জন শিক্ষক/ শিক্ষিকা কর্মরত থাকতে হবে।

৯.২. নতুন স্বতন্ত্র কামিল (স্নাতকোত্তর) ২ বছর মেয়াদী শিক্ষা কার্যক্রমের প্রতিটি বিষয়ের জন্য কমপক্ষে ৫০০ বর্গফুট বিশিষ্ট ২টি অতিরিক্ত কক্ষ, প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানাগার, একটি সেমিনার কক্ষ এবং প্রতি বিভাগে প্রয়োজনীয় কক্ষ থাকতে হবে।

৯.৩. প্রত্যেক বিষয়ের জন্য পাঠ্যপুস্তক ও রেফারেন্স বইয়ের সংখ্যা কমপক্ষে ২০০০ (দুই হাজার) হতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ সমকালীন গবেষণা পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী নিয়মিত ক্রয় এবং সংরক্ষণ করতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত পাঠাভ্যাস নিশ্চিত করতে হবে।

৯.৪. নতুন স্বতন্ত্র কামিল (স্নাতকোত্তর) ২ বছর মেয়াদী শিক্ষা কার্যক্রম চালু রাখার জন্য মাদরাসার একাডেমিক ও আর্থিক সামর্থ্য থাকতে হবে।

৯.৫. স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ফ্যাক্স, ইমেইল ঠিকানা এবং ইন্টারনেট সংযোগের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৯.৬. স্বতন্ত্র নতুন কামিল (স্নাতকোত্তর) ২ বছর মেয়াদী শিক্ষা কার্যক্রম চালু করতে হলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় মোট শিক্ষকের অন্ততঃ এক চতুর্থাংশের ন্যূনতম ১০ (দশ) বছরের স্নাতক (সম্মান) পর্যায়ে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা/এম.ফিল/পিএইচ.ডি ডিগ্রি থাকতে হবে। ফাজিল (স্নাতক) পাস, অনার্স ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পাঠদানকারী শিক্ষকদের ন্যূনতম যোগ্যতা সকল পর্যায়ে ২য় শ্রেণির অনার্সসহ স্নাতকোত্তর হতে হবে।

৯.৭. অধিভুক্ত এমপিওভুক্ত মাদরাসা/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্যান্য স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিজস্ব তহবিল থেকে শিক্ষকগণের বেতন-ভাতা প্রদানসহ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার আর্থিক সক্ষমতা থাকতে হবে। প্রতি কোর্স অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত রিজার্ভ/জেনারেল ফান্ড, জমি/ভবন/কক্ষ, অধ্যক্ষ/প্রতিষ্ঠান প্রধান, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অফিস স্টাফ ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র থাকতে হবে। নিজস্ব জমি না থাকলে ভাড়া বাড়ির ক্ষেত্রে ১০ (দশ) বছরের জন্য চুক্তিনামা সম্পাদিত হতে হবে এবং ১২ (বারো) বছরের মধ্যে স্থায়ী ক্যাম্পাসে স্থানান্তর করতে হবে।

৯.৮. নতুন স্বতন্ত্র কামিল (স্নাতকোত্তর) ২ বছর মেয়াদী পর্যায়ে প্রাথমিক পাঠদানের মেয়াদ ৩ (তিন) বছর হলে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ন্যূনতম ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) জন (৩ বছরের গড় সংখ্যা) হলে, নতুন স্বতন্ত্র কামিল (স্নাতকোত্তর) ২ বছর মেয়াদী বিষয়ের অধিভুক্তির অন্যান্য শর্ত পূরণ করলে, আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই ও সরেজমিন পরিদর্শন সন্তোষজনক হওয়া সাপেক্ষে অধিভুক্তির জন্য বিবেচনা করা যাবে।

১০. কামিল (স্নাতকোত্তর) মাস্টার্স ১ বছর মেয়াদি স্তরে প্রাথমিক পাঠদানের শর্তাবলি

ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফাজিল অনার্সসহ কামিল (স্নাতকোত্তর) ২ বছর মেয়াদি স্তরে অধিভুক্তিপ্রাপ্ত একটি মাদরাসা একাদিক্রমে ০৩ (তিন) শিক্ষাবর্ষব্যাপী সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হবার পর কামিল (স্নাতকোত্তর) মাস্টার্স (১ বছর মেয়াদি) স্তরে প্রাথমিক পাঠদানের জন্য আবেদন করার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

কোনো জেলায় সর্বোচ্চ ৪টি মাদরাসাকে কামিল (স্নাতকোত্তর) মাস্টার্স ১ বছর মেয়াদি প্রাথমিক পাঠদানের অনুমতি দেওয়া যাবে।

তবে প্রয়োজনে ভাইস চ্যান্সেলরের অনুমোদন সাপেক্ষে এর সংখ্যা ৪ (চার)-এর অধিক হতে পারে।

১০.১ মাদরাসা ক্যাম্পাসে অখণ্ড ভূমির পরিমাণ:

ক. মেট্রোপলিটন এলাকায় ০.৫০ একর
খ. পৌর/শিল্প এলাকায় ১.০০ একর
গ. মফস্বল এলাকায় ২.০০ একর

১০.২. ভবন

কামিল (স্নাতকোত্তর) মাস্টার্স সংশ্লিষ্ট ১ বছর মেয়াদি কোর্সের প্রাথমিক পাঠদানের জন্য সংশ্লিষ্ট মাদরাসায় ১০ কক্ষবিশিষ্ট (প্রতিটি কক্ষের আয়তন কমপক্ষে ৪০০ বর্গফুট) ১টি পৃথক অতিরিক্ত ভবন থাকতে হবে।

১০.৩ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক:

কামিল (স্নাতকোত্তর) মাস্টার্স ১ বছর মেয়াদি কোর্সের প্রতিটি বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য অতিরিক্ত কমপক্ষে ৫০টি (পঞ্চাশ) রেফারেন্স বই থাকতে হবে। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা জার্নাল এবং সাময়িকী সংরক্ষণ করতে হবে।

১০.৪. শিক্ষক, শিক্ষার্থীর সংখ্যা, পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ও ফলাফল:

কামিল (স্নাতকোত্তর) মাস্টার্স ১ বছর মেয়াদি কোর্সের প্রাথমিক পাঠদানের অনুমতির জন্য ফাজিল অনার্স স্তরে নিম্নলিখিত শিক্ষক, শিক্ষার্থী, পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ও ফলাফল থাকতে হবে।

ক. শিক্ষক:

কামিল (স্নাতকোত্তর) মাস্টার্স ১ বছর মেয়াদি কোর্সের প্রতিটি বিষয়ের জন্য কমপক্ষে ১ (এক) জন প্রভাষক ও ১ (এক) জন মুহাদ্দিস/ মুফাসসির/ ফকিহ/ আদিব/ সহকারী অধ্যাপক/ সহযোগী অধ্যাপক/ অধ্যাপক (যিনি বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করবেন) থাকতে হবে।

খ. মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা:

স্তর	অঞ্চল	সহশিক্ষা এবং বালক প্রতিষ্ঠান	বালিকা প্রতিষ্ঠান
ফাজিল স্নাতক (অনার্স) স্তরের মাদরাসা (প্রথম-ষোড়শ)	শহর	৮০০ জন	৫০০ জন
	মফস্বল	৭০০ জন	৪৫০ জন

গ. পরীক্ষার ফলাফল:

স্তর	অঞ্চল	পরীক্ষার্থীদের ন্যূনতম সংখ্যা	পাসের ন্যূনতম হার
ফাজিল স্নাতক (অনার্স) পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	শহর	৩০ জন	৬০%
	মফস্বল	২০ জন	৬০%

১০.৫. আর্থিক ফান্ড

ক. বার্ষিক আয়:

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীর বেতনসহ অন্যান্য আয়ের উৎস হতে বার্ষিক আয়ের পরিমাণ হবে কমপক্ষে ৩,০০,০০০/= (তিন লক্ষ) টাকা।

খ. রিজার্ভ ফান্ড:

কমপক্ষে ২,০০,০০০/= (দুই লক্ষ) টাকা রিজার্ভ ফান্ডে জমা থাকতে হবে। এছাড়া প্রতিটি কামিল (স্নাতকোত্তর) মাস্টার্স ১ বছর মেয়াদি কোর্সের প্রতিটি বিষয়ের জন্য ন্যূনতম ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মাদরাসার রিজার্ভ ফান্ডে জমা থাকতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া রিজার্ভ ফান্ডের টাকা উত্তোলন করা যাবে না।

গ. জেনারেল ফান্ড:

সর্বমোট ২,৫০,০০০/= (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা জেনারেল ফান্ডে জমা থাকতে হবে।

১১. কামিল (স্নাতকোত্তর) মাস্টার্স ১ বছর মেয়াদি স্তরে অধিভুক্তির আবেদনের শর্তাবলি

উপর্যুক্ত শর্তাদি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত শর্ত পূরণ সাপেক্ষে কামিল (স্নাতকোত্তর) মাস্টার্স ১ বছর মেয়াদি স্তরে প্রাথমিক পাঠদানের অনুমতিপ্রাপ্ত একটি মাদরাসা একাদিক্রমে ৩ (তিন) শিক্ষাবর্ষব্যাপী সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হওয়ার পর নিম্নে উল্লেখিত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ও ফলাফল অর্জন সাপেক্ষে কামিল (স্নাতকোত্তর) মাস্টার্স ১ বছর মেয়াদি শ্রেণিতে অধিভুক্তির জন্য আবেদন করার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

১১.১. শিক্ষক, শিক্ষার্থীর সংখ্যা, পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ও ফলাফল:

কামিল (স্নাতকোত্তর) মাস্টার্স ১ বছর মেয়াদি স্তরে অধিভূক্তির জন্য কামিল (স্নাতকোত্তর) মাস্টার্স ১ বছর মেয়াদি স্তরে নিম্নলিখিত শিক্ষক, শিক্ষার্থী, পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ও ফলাফল থাকতে হবে।

ক. শিক্ষক:

কামিল (স্নাতকোত্তর) মাস্টার্স ১ বছর মেয়াদি কোর্সের প্রতিটি বিষয়ের জন্য কমপক্ষে ১ (এক) জন প্রভাষক ও ১ (এক) জন মুহাদ্দিস/ মুফাসসির/ ফকিহ/ আদিব/ সহকারী অধ্যাপক/ সহযোগী অধ্যাপক/ অধ্যাপক (যিনি বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করবেন) থাকতে হবে।

খ. মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা:

স্তর	অঞ্চল	সহশিক্ষা এবং বালক প্রতিষ্ঠান	বালিকা প্রতিষ্ঠান
ফাজিল স্নাতক (অনার্স) সহ কামিল স্তরের মাদরাসা	শহর	৮২৫ জন	৫২০ জন
	মফস্বল	৭২৫ জন	৪৭০ জন

গ. পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ও ফলাফল:

স্তর	অঞ্চল	পরীক্ষার্থীদের ন্যূনতম সংখ্যা	পাসের ন্যূনতম হার
কামিল (স্নাতকোত্তর) মাস্টার্স ১ বছর মেয়াদি	শহর	২৫ জন	৬০%
	মফস্বল	২০ জন	৬০%

১২. নতুন স্বতন্ত্র কামিল (স্নাতকোত্তর) মাস্টার্স ১ বছর মেয়াদী শিক্ষা কার্যক্রমের প্রাথমিক পাঠদানের/ অধিভুক্তির শর্তাবলী

১২.১. অধিভুক্ত ফাজিল স্নাতক (অনার্স) মাদরাসায় নতুন স্বতন্ত্র কামিল (স্নাতকোত্তর) মাস্টার্স ১ বছর মেয়াদী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত বিধিবিধান অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন অন্ততঃ ১২ (বারো) জন শিক্ষক/ শিক্ষিকা কর্মরত থাকতে হবে। ফাজিল স্নাতক (অনার্স) ব্যতীত স্নাতকোত্তর শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হলে ৯ (নয়) জন শিক্ষক/ শিক্ষিকা কর্মরত থাকতে হবে।

১২.২. নূতুন স্বতন্ত্র কামিল (স্নাতকোত্তর) মাস্টার্স ১ বছর মেয়াদী শিক্ষা কার্যক্রমের প্রতিটি বিষয়ের জন্য কমপক্ষে ৫০০ বর্গফুট আকার বিশিষ্ট ২টি অতিরিক্ত কক্ষ, প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানাগার, একটি সেমিনার কক্ষ এবং প্রতি বিভাগে প্রয়োজনীয় কক্ষ থাকতে হবে।

১২.৩. প্রতেক বিষয়ের জন্য পাঠ্যপুস্তক এবং রেফারেন্স বইয়ের সংখ্যা কমপক্ষে ২০০০ হতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ সমকালীন গবেষণা পত্র পত্রিকা ও সাময়িকী নিয়মিত ক্রয় এবং সংরক্ষণ করতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত পাঠাভ্যাস নিশ্চিত করতে হবে।

১২.৪. নতুন স্বতন্ত্র কামিল (স্নাতকোত্তর) মাস্টার্স ১ বছর মেয়াদী শিক্ষা কার্যক্রম চালু রাখার জন্য মাদরাসার একাডেমিক ও আর্থিক সামর্থ্য থাকতে হবে।

১২.৫. স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ফ্যাক্স, ই-মেইল ঠিকানা এবং ইন্টারনেট সংযোগের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

১২.৬. নতুন স্বতন্ত্র কামিল (স্নাতকোত্তর) মাস্টার্স ১ বছর মেয়াদী শিক্ষা কার্যক্রম চালু করতে হলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় মোট শিক্ষকের অন্ততঃ এক চতুর্থাংশের ন্যুনতম ১০ বৎসরের স্নাতক সম্মান পর্যায়ে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা/এমফিল/পিএইচডি ডিগ্রী থাকতে হবে। ফাজিল (স্নাতক) পাস, অনার্স ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পাঠদানকারী শিক্ষকদের ন্যূনতম যোগ্যতা সকল পর্যায়ে ২য় শ্রেণীর অনার্সসহ স্নাতকোত্তর হতে হবে।

১২.৭. অধিভুক্ত এমপিওভুক্ত মাদরাসা/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্যান্য স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিজস্ব তহবিল থেকে শিক্ষকগণের বেতন-ভাতা প্রদানসহ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার আর্থিক সক্ষমতা থাকতে হবে। প্রতি কোর্স অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত রিজার্ভ/জেনারেল ফান্ড, জমি/ভবন/কক্ষ, অধ্যক্ষ/প্রতিষ্ঠান প্রধান, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অফিস স্টাফ ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র থাকতে হবে। নিজস্ব জমি না থাকলে ভাড়া বাড়ির ক্ষেত্রে ১০ বছরের জন্য চুক্তিনামা সম্পাদিত হতে হবে। ১২ বছরের মধ্যে স্থায়ী ক্যাম্পাসে স্থানান্তর করতে হবে।

১২.৮. নতুন স্বতন্ত্র কামিল (স্নাতকোত্তর) মাস্টার্স ১ বছর মেয়াদী পর্যায়ে প্রাথমিক পাঠদানের মেয়াদ ৩ বছর হলে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ন্যূনতম ৩৫ জন (৩ বছরের গড় সংখ্যা) হলে, নতুন স্বতন্ত্র কামিল (স্নাতকোত্তর) মাস্টার্স ১ বছর মেয়াদী বিষয়ের অধিভুক্তির অন্যান্য শর্ত পূরণ করলে, আবেদনপত্র যাচাই বাছাই ও সরেজমিন পরিদর্শন করে সন্তোষজনক হওয়া সাপেক্ষে অধিভুক্তির জন্য বিবেচনা করা যাবে।

১৩. প্রাথমিক পাঠদান সংক্রান্ত আবেদন ও মেয়াদ

ক. প্রাথমিক পাঠদান অনুমতি প্রার্থী মাদরাসার নিয়মিত অধ্যক্ষকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত ফরমে অক্টোবর মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে মাদরাসা পরিদর্শকের নিকট আবেদন পেশ করতে হবে।

খ. বেসরকারি মাদরাসার ক্ষেত্রে অধ্যক্ষ প্রাথমিক পাঠদান অনুমতি সংক্রান্ত আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করবে এবং গভর্নিং বডির সভাপতি প্রতিস্বাক্ষর করবে। আবেদনপত্রের প্রতি পৃষ্ঠায় অধ্যক্ষের অনুস্বাক্ষর থাকতে হবে। যে স্তর/কোর্সে প্রাথমিক পাঠদান অনুমতি পেতে আগ্রহী সে বিষয়ে গভর্নিং বডি কর্তৃক গৃহীত অনুমোদন সংক্রান্ত কার্যবিবরণীর কপি সংযুক্ত করতে হবে।

গ. মাদরাসা পরিদর্শক প্রাথমিক পাঠদান অনুমতির আবেদন যাচাই বাছাই করে আবেদনকারী মাদরাসার একাডেমিক, প্রশাসনিক ও আর্থিক অবস্থা সরেজমিন তদন্তের নিমিত্ত তদন্ত কমিটি গঠনের জন্য ভাইস-চ্যান্সেলরের নিকট পেশ করবে। ভাইস-চ্যান্সেলর ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক/কর্মকর্তা (৯ম গ্রেড/সমমান পদের নিচে নয়)/ যেকোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বা ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষক/ অধিভুক্ত মাদরাসার শিক্ষক (সহকারী অধ্যাপক/ সমমান পদের নিচে নয়) সমন্বয়ে ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করবেন।

ঘ. তদন্ত কমিটি মাদরাসার একাডেমিক, প্রশাসনিক ও আর্থিক অবস্থা সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক মাদরাসা পরিদর্শকের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করবে।

ঙ. মাদরাসা পরিদর্শক দাখিলকৃত প্রতিবেদনের সুপারিশ বিবেচনার জন্য ভাইস-চ্যান্সেলরের নিকট পেশ করবে। ভাইস-চ্যান্সেলর প্রাথমিক পাঠদান অনুমতি প্রদান করবে। অনুমতির বিষয়টি অধিভূক্তি কমিটির সুপারিশসহ,একাডেমিক কাউন্সিলের মাধ্যমে সিন্ডিকেটকে অবহিত করতে হবে।

(চ) প্রাথমিক পাঠদান অনুমতির মেয়াদ

ফাজিল স্নাতক (পাস), ফাজিল স্নাতক (অনার্স), কামিল (স্নাতকোত্তর) ২ বছর মেয়াদি ও কামিল (স্নাতকোত্তর) মাস্টার্স ১ বছর মেয়াদী প্রতিটি বিষয়/ বিভাগ/ স্তরের প্রাথমিক পাঠদান অনুমতির মেয়াদ হবে ৩ (তিন) বছর।

১৪. অধিভুক্তির আবেদন, মেয়াদ ও নবায়ন

১৪.১ অধিভুক্তির আবেদন

ক. **ফাজিল স্নাতক (পাস), ফাজিল স্নাতক (অনার্স), কামিল (স্নাতকোত্তর) ২ বছর মেয়াদি ও কামিল (স্নাতকোত্তর) মাস্টার্স ১ বছর মেয়াদি মাদরাসাসমূহ** অধিভুক্তির আবেদন প্রথম সংবিধির অনুচ্ছেদ (২) এর ১ অনুযায়ী করবে।

খ. অধিভুক্তি কমিটি ও অধিভুক্তি প্রদান প্রক্রিয়া প্রথম সংবিধির ধারা (২), (৪) ও (৪) এর উপ-অনুচ্ছেদ-(৪) (৫) অনুযায়ী অধিভুক্তি সম্পন্ন হবে।

১৪.২ অধিভুক্তির মেয়াদ

ক. ফাজিল স্নাতক (পাস), ফাজিল স্নাতক (অনার্স), কামিল (স্নাতকোত্তর) ২ বছর মেয়াদি ও কামিল (স্নাতকোত্তর) মাস্টার্স ১ বছর মেয়াদী মাদরাসাসমূহের বিষয়/ বিভাগ/ স্তরে শিক্ষা কার্যক্রমে অধিভুক্তির মেয়াদ হবে ৪ (চার) বছর।

খ. কোনো মাদরাসাকে স্থায়ী অধিভুক্তি প্রদান করা যাবে না।

১৪.৩ অধিভুক্তি নবায়ন

অধিভুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার ৮ (আট) মাস পূর্বে মাদরাসা কর্তৃপক্ষকে অধিভুক্তি নবায়নের জন্য ফি-সহ নির্ধারিত ফরমে মাদরাসা পরিদর্শকের নিকট অনলাইনে আবেদন পেশ করতে হবে। যথানিয়মে আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর ভাইস-চ্যান্সেলর অধিভুক্তি নবায়নের জন্য আবেদনকারী মাদরাসার একাডেমিক, প্রশাসনিক ও আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক মনে করলে পরিদর্শন ব্যতীতই অনলাইনে অধিভুক্তি নবায়নের নির্দেশ দিবেন। অন্যথায় সরেজমিনে তদন্তের জন্য ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক/ কর্মকর্তা (৯ গ্রেড/ সমমান পদের নিচে নয়)/ যেকোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বা ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষক/ অধিভুক্ত মাদরাসার শিক্ষক (সহকারী অধ্যাপক/ সমমান পদের নিচে নয়) এক সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করবে। কমিটি মাদরাসাটি পরিদর্শনপূর্বক মাদরাসা পরিদর্শকের নিকট একটি প্রতিবেদন পেশ করবে। মাদরাসা পরিদর্শক দাখিলকৃত পরিদর্শন প্রতিবেদন বিবেচনার জন্য ভাইস-চ্যান্সেলরের নিকট পেশ করবে।

ভাইস-চ্যান্সেলর কমিটির পেশকৃত সুপারিশ বিবেচনাপূর্বক ফাজিল স্নাতক (পাস), ফাজিল স্নাতক (অনার্স) স্তরে, কামিল (স্নাতকোত্তর) ২বছর ও কামিল (স্নাতকোত্তর) মাস্টার্স ১ বছর মেয়াদি স্তরে ৪ (চার) বছরের জন্য অধিভুক্তি নবায়ন মঞ্জুর করতে পারবে। ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক গৃহীত নবায়নের সিদ্ধান্ত অধিভুক্তি কমিটি, একাডেমিক কাউন্সিল ও সিন্ডিকেটকে অবহিত করতে হবে।

১৫. বিএড/এমএড/পেশাগত বিষয়েসমূহে ডিপ্লোমা/পিজিডি (Post Graduate Diploma) ও উচ্চতর কোর্স চালুকরণ

(ক) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কোন ইনিস্টিটিউট এর মাধ্যমে বিএড/এমএড/পেশাগত বিষয়সমূহে ডিপ্লোমা/পিজিডি ও উচ্চতর কোর্স চালু করতে পারবে।

(খ) কোন অধিভুক্ত ফাজিল/কামিল/নতুন স্বতন্ত্র (ফাজিল/কামিল) অধিভুক্ত মাদরাসার আবেদনের প্রেক্ষিতে বিশ্বদ্যিালয়ের অধীনে উল্লেখিত পেশাগত কোর্সসমূহে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি প্রদান করা যাবে।

(গ) বিএড/এমএড/পেশাগত বিষয়েসমূহে ডিপ্লোমা/পিজিডি (Post Graduate Diploma) ও উচ্চতর কোর্স চালুকরণ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় একটি প্রবিধান (নীতিমালা) প্রণয়ন করবে।

১৬. প্রাথমিক পাঠদান অনুমতি/অধিভুক্তি বাতিল

নিম্নবর্ণিত কারণে অধিভূক্তি কমিটি ও একাডেমিক কাউন্সিলের সুপারিশক্রমে সিন্ডিকেট কোনো মাদরাসার অধিভুক্তি বাতিল করতে পারবে। ভাইস-চ্যান্সেলর প্রাথমিক পাঠদান অনুমতি বাতিল করতে পারবেন। বাতিলের বিষয়টি অধিভুক্তি কমিটি ও একাডেমিক কাউন্সিলের মাধ্যমে সিন্ডিকেটকে অবহিত করতে হবে।

১৬.১ যে সব কারণে প্রাথমিক পাঠদান অনুমতি/অধিভুক্তি বাতিল হবে:

ক. প্রাথমিক পাঠদান অনুমতি /অধিভুক্তি প্রদানের সময় আরোপিত শর্তাবলি পূরণ করতে ব্যর্থ হলে;

খ. মাদরাসা কর্তৃপক্ষ বিধি অনুযায়ী গভর্নিং বডি গঠনে পুনঃপুন ব্যর্থ হলে;

গ. মাদরাসার আর্থিক অবস্থা অস্বচ্ছল হলে;

ঘ. মাদরাসায় সুষ্ঠু প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা বজায় না থাকলে;

ঙ. মাদরাসার অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, শিক্ষক/শিক্ষিকা, কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ ও তাদের চাকরির শর্তাবলি নির্ধারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুসৃত না হলে;

চ. বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন, সংবিধি, বিধি ও প্রবিধান মেনে চলতে ব্যর্থ হলে;

ছ. বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক জারিকৃত একাডেমিক ও প্রশাসনিক নির্দেশাবলি যথাযথভাবে পালনে ব্যর্থ হলে;

জ. বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বানুমতি ছাড়া মাদরাসা ক্যাম্পাস পরিবর্তন করা হলে;

ঝ. অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় (দেশি/বিদেশি) হতে একই কোর্স বা ভিন্ন কোনো কোর্সের অধিভুক্তি গ্রহণ করা হলে;

ঞ. একাদিক্রমে তিন বার সকল শিক্ষার্থী অকৃতকার্য হলে প্রাথমিক পাঠদান অনুমতি/ অধিভুক্তি স্থগিত করা হবে। তবে শর্তসাপেক্ষে অধিভুক্তি নবায়ন করা যাবে।

১৭. প্রাথমিক পাঠদান অনুমতি, অধিভুক্তি ও অধিভুক্তি নবায়ন ফি

ক. ফাজিল স্নাতক (পাস) বি.এ/ বি.বি.এস/ বি.এস.এস/ বি.এস.সি কোর্সের ফি:

ক্রম.	ধরন	০১ টি গ্রুপ	অতিরিক্ত প্রতি গ্রুপ
১	প্রাথমিক পাঠদান অনুমতি ফি	১২,০০০ (বারো হাজার) টাকা	৮,০০০ (আট হাজার) টাকা
২	অধিভুক্তি ফি	১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা	৮,০০০ (আট হাজার) টাকা
৩	অধিভুক্তি নবায়ন ফি	৮,০০০ (আট হাজার) টাকা	৮,০০০ (আট হাজার) টাকা

খ. ফাজিল স্নাতক (সম্মান) বি.এ/বি.বি.এস/বি.এস.এস/বি.এস.সি কোর্সের প্রতি বিষয়ের প্রাথমিক পাঠদান, অধিভুক্তি ও অধিভুক্তি নবায়ন ফি-

ক্রম	ধরন	০১ টি গ্রুপ	অতিরিক্ত প্রতি গ্রুপ
১.	প্রাথমিক পাঠদান অনুমতি ফি	১৫,০০০ (পনেরো হাজার) টাকা	১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা
২.	অধিভুক্তি ফি	১২,০০০ (বারো হাজার) টাকা	১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা
৩.	অধিভুক্তি নবায়ন ফি	১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা	১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা

গ. কামিল (স্নাতকোত্তর) ০২ বছর মেয়াদি হাদিস/তাফসির/ ফিকহ/আদব-এর প্রতি বিভাগের প্রাথমিক পাঠদান অনুমতি, অধিভুক্তি ও অধিভুক্তি নবায়ন ফি:

ক্রম	ধরন	০১ টি বিভাগ	অতিরিক্ত প্রতি বিভাগ
১	প্রাথমিক পাঠদান অনুমতি ফি	১৮,০০০ (আঠারো হাজার) টাকা	১২,০০০ (বারো হাজার) টাকা
২	অধিভুক্তি ফি	১৫,০০০ (পনেরো হাজার) টাকা	১২,০০০ (বারো হাজার) টাকা
৩	অধিভুক্তি নবায়ন ফি	১২,০০০ (বারো হাজার) টাকা	১২,০০০ (বারো হাজার) টাকা

ঘ. কামিল (স্নাতকোত্তর) মাস্টার্স ১ বছর মেয়াদি শ্রেণির প্রতি বিষয়ের প্রাথমিক পাঠদান, অধিভুক্তি ও অধিভুক্তি নবায়ন ফি

ক্রম	ধরন	০১ টি বিষয়	অতিরিক্ত প্রতি বিষয়
১.	প্রাথমিক পাঠদান অনুমতি ফি	১২,০০০ (বারো হাজার) টাকা	৮,০০০ (আট হাজার) টাকা
২.	অধিভুক্তি ফি	১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা	৮,০০০ (আট হাজার) টাকা
৩.	অধিভুক্তি নবায়ন ফি	৮,০০০ (আট হাজার) টাকা	৮,০০০ (আট হাজার) টাকা

ঙ. প্রাথমিক পাঠদান অনুমতি, অধিভুক্তি ও অধিভুক্তি নবায়ন সংক্রান্ত ফি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের অনুকূলে সরাসরি অনলাইনে ব্যাংকে জমার মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে। ফি জমার মূল রশিদ আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। নির্ধারিত ফি প্রদান ছাড়া প্রাথমিক পাঠদান, অধিভুক্তি ও অধিভুক্তি নবায়ন সংক্রান্ত কোনো আবেদন গ্রহণ করা হবে না। কোনো অবস্থাতেই প্রাথমিক পাঠদান, অধিভুক্তি ও অধিভুক্তি নবায়ন ফি ফেরতযোগ্য নয়।

চ. সময়ের প্রেক্ষাপটে সিন্ডিকেটের অনুমোদনক্রমে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রাথমিক পাঠদান, অধিভুক্তি ও অধিভুক্তি নবায়ন সংক্রান্ত ফি পুনঃর্নির্ধারণ করা যাবে।

খ. প্রাথমিক পাঠদান অনুমতিপ্রাপ্ত ও অধিভুক্ত মাদরাসাসমূহের গভর্নিং বডি ও এডহক কমিটি সংক্রান্ত সংবিধি-২০২৩

খ. প্রাথমিক পাঠদান অনুমতিপ্রাপ্ত ও অধিভুক্ত মাদরাসাসমূহের গভর্নিং বডি ও এডহক কমিটি সংক্রান্ত সংবিধি-২০২৩

(১) গভর্নিং বডি গঠন

ক. প্রাথমিক পাঠদান অনুমতিপ্রাপ্ত ও অধিভুক্ত মাদরাসাসমূহ নিয়মিতভাবে গঠিত একটি গভর্নিং বডি দ্বারা পরিচালিত হবে। এই গভর্নিং বডির কার্যকাল ৩ (তিন) বছর।

খ. সকল মাদরাসার গভর্নিং বডি নিম্নলিখিত সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত হবে–

ক্রম.	পদ	সংখ্যা	নির্বাচিত/মনোনীত
১	সভাপতি	১ জন	ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত
২	সহ-সভাপতি	১ জন	সহ-সভাপতি (গভর্নিং বডির প্রথম সভায় সদস্যদের থেকে ভোটে নির্বাচিত)
৩	বিদ্যোৎসাহী প্রতিনিধি	১ জন	ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত
৪	বিদ্যোৎসাহী প্রতিনিধি	১ জন	মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত
৫	বিদ্যোৎসাহী প্রতিনিধি	১ জন	মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর মহাপরিচালক কর্তৃক মনোনীত
৬	অভিভাবক প্রতিনিধি	৩ জন	নির্বাচিত
৭	প্রতিষ্ঠাতা প্রতিনিধি	১ জন	নির্বাচিত
৮	দাতা প্রতিনিধি	১ জন	নির্বাচিত
৯	শিক্ষক প্রতিনিধি	৩ জন	নির্বাচিত
১০	চিকিৎসক	১ জন	কো-অপ্টেড
১১	সদস্য-সচিব	১ জন	অধ্যক্ষ (পদাধিকার বলে)
	মোট :	১৪ জন	

বিবরণ:

১. **সভাপতি:** ভাইস চ্যান্সেলর জেলা সদরে অবস্থিত মাদরাসার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে, জেলা সদরের বাইরে অবস্থিত মাদরাসার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত জেলা প্রশাসককে অথবা উভয় ক্ষেত্রে কোনো শিক্ষানুরাগী (ন্যূনতম ফাজিল/স্নাতক ডিগ্রিধারী), যার বয়স ন্যূনতম ৪০ এমন ব্যক্তিকে মনোনয়ন দেবে। সভাপতি মনোনয়নের ক্ষেত্রে মাদরাসার অধ্যক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে আবেদন করবেন। ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যক্ষের প্রস্তাবিত তালিকার মধ্য থেকে অথবা অন্য কোনো যোগ্য ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান করবেন।

২. **সহ-সভাপতি:** গভর্নিং বডির ১ম সভায় নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য হতে সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হবেন। শিক্ষক প্রতিনিধি সহ-সভাপতি হতে পারবে না।

৩. **অন্যান্য সদস্য:**

ক. ৩ (তিন) জন 'বিদ্যোৎসাহী প্রতিনিধি':

ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক ১ (এক) জন, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক ১ (এক) জন, মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক ১ (এক) জন 'বিদ্যোৎসাহী প্রতিনিধি' মনোনীত হবে। বিদ্যোৎসাহী প্রতিনিধি মনোনয়নের জন্য অধ্যক্ষ প্রতিক্ষেত্রে ৩ (তিন) জনের নাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে আবেদন করবেন। বিদ্যোৎসাহী প্রতিনিধির শিক্ষাগত যোগ্যতা ন্যূনতম ফাজিল/ স্নাতক

হতে হবে। ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যক্ষের প্রস্তাবিত তালিকার মধ্য থেকে অথবা অন্য কোনো যোগ্য ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান করবেন।

খ. ৩ (তিন) জন 'অভিভাবক প্রতিনিধি':

অভিভাবক প্রতিনিধি কামিল মাদরাসার ক্ষেত্রে কামিল স্তরের ১ জন, ফাজিল/আলিম স্তরের ১ জন এবং দাখিল/এবতেদায়ি স্তরের ১ জন এভাবে ফাজিল মাদরাসার ক্ষেত্রে ফাজিল স্তরের ১ জন, আলিম স্তরের ১ জন এবং দাখিল এবতেদায়ি স্তর থেকে ১ জন প্রতিনিধি বিধিসম্মতভাবে অভিভাবকদের মধ্য হতে তাদের ভোটে নির্বাচিত হবে।

তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত এই যে, কোনো শিক্ষার্থী, কোনো শিক্ষক বা কোনো কর্মচারী বিধিসম্মত অভিভাবক হলেও অভিভাবক প্রতিনিধি হতে পারবে না।

কামিল (স্নাতকোত্তর) ও ফাজিল স্নাতক (পাস ও অনার্স) স্তরের অভিভাবক প্রতিনিধি হওয়ার জন্য কামিল (স্নাতকোত্তর) ও ফাজিল স্নাতক (পাস/অনার্স) স্তরের শিক্ষার্থীর অভিভাবক হতে হবে।

কোনো অভিভাবক প্রতিনিধির শিক্ষার্থী মাদরাসা ত্যাগ করলে অভিভাবক প্রতিনিধির সদস্য পদ বাতিল হবে।

গ. ১ (এক) জন 'প্রতিষ্ঠাতা প্রতিনিধি':

প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্য হতে তাদের ভোটে একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হবে। মাত্র একজন প্রতিষ্ঠাতা থাকলে তিনি 'প্রতিষ্ঠাতা প্রতিনিধি' হিসেবে নির্বাচিত বলে গণ্য হবে। প্রতিষ্ঠাতা আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোনো সংস্থা মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা হলে সেক্ষেত্রে সংস্থা কর্তৃক মনোনীত কোনো ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট গভর্নিং বডির সময় কালের জন্য 'প্রতিষ্ঠাতা প্রতিনিধি' হিসেবে গণ্য হবে।

ঘ. ১ (এক) জন 'দাতা প্রতিনিধি':

দাতাদের মধ্য হতে একজন দাতা প্রতিনিধি তাদের ভোটে নির্বাচিত হবে। মাত্র ১ (এক) জন দাতা থাকলে তিনি দাতা প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত বলে গণ্য হবে।

ঙ. ৩ (তিন) জন 'শিক্ষক প্রতিনিধি':

শিক্ষক প্রতিনিধি কামিল (স্নাতকোত্তর) মাদরাসার ক্ষেত্রে কামিল (স্নাতকোত্তর) স্তরের ১ জন, ফাজিল স্নাতক (পাস ও অনার্স) /আলিম স্তরের ১ জন এবং দাখিল/এবতেদায়ি স্তরের ১ জন এভাবে ফাজিল (স্নাতক) মাদরাসার ক্ষেত্রে ফাজিল (স্নাতক) স্তরের ১ জন, আলিম স্তরের ১ জন ও দাখিল এবতেদায়ি স্তর থেকে ১ জন শিক্ষক অন্যান্য শিক্ষকের ভোটে নির্বাচিত হবে। খন্ডকালীন শিক্ষক বা সাময়িকভাবে বরখাস্ত শিক্ষক 'শিক্ষক প্রতিনিধি' হতে পারবে না। তবে সাময়িকভাবে বরখাস্ত শিক্ষক ভোট দিতে পারবে।

চ. সদস্য-সচিব: মাদরাসার অধ্যক্ষ/ ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ পদাধিকার বলে সদস্য-সচিব হবে।

ছ. একজন নিবন্ধনকৃত চিকিৎসক:

নির্বাচিত গভর্নিং বডির প্রথম সভায় একজন মেডিকেল অফিসার/এম.বি.বি.এস চিকিৎসককে সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে হবে।

১. কোনো ব্যক্তি গভর্নিং বডি নির্বাচনে একাধিক ক্যাটাগরিতে প্রার্থী হতে পারবে না।

২. 'শিক্ষক প্রতিনিধি' ছাড়া কোনো শিক্ষক/ শিক্ষিকা গভর্নিং বডির অন্য কোনো পদে প্রার্থী হতে পারবে না। সরকারি মাদরাসার ক্ষেত্রে উপরের গ ও ঙ ধারা প্রযোজ্য হবে না।

(২) মাদরাসার গভর্নিং বডির দায়িত্ব ও কর্তব্য

ক. মাদরাসার গভর্নিং বডি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন, সংবিধি, বিধি ও প্রবিধান অনুযায়ী প্রদত্ত ক্ষমতা এবং সরকারি বিধিবিধান প্রয়োগের মাধ্যমে মাদরাসা পরিচালনা করবে।

খ. মাদরাসার নির্বাহী সংগঠন হিসেবে এর স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ ও তহবিল রক্ষণাবেক্ষণ করবে।

গ. এনটিআরসিএ ও নিয়োগ নির্বাচনী বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী মাদরাসার অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ দান করবে। তবে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীদের অবশ্যই নিবন্ধনকৃত অথবা ইনডেক্সধারী হতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

ঘ. বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি মোতাবেক বিভিন্ন পদ সৃষ্টি এবং উক্ত পদের বেতনক্রম ও সুবিধাদি নির্ধারণ করবে।

ঙ. শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীর ছুটি, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা, বেতন ভাতা, অবসর ভাতা ও গ্র্যাচুইটি সংক্রান্ত বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারি চাকুরিবিধি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। তবে প্রাথমিক পাঠদানের অনুমতিপ্রাপ্ত/অধিভুক্ত বেসরকারি মাদরাসার কোনো শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীকে স্থায়ী বরখাস্ত বা অব্যাহতি প্রদানের পূর্বে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের আপিল এন্ড আরবিট্রেশন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ভাইস চ্যান্সেলরের অনুমোদন নিতে হবে।

চ. মাদরাসার পক্ষ হতে কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা কর্তৃক উইলকৃত (দানকৃত) অথবা হস্তান্তরিত স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ গ্রহণ, নিয়ন্ত্রণ, বিনিয়োগ ও পরিচালনা করবে।

ছ. অভ্যন্তরীণ হিসাব নিরীক্ষা কমিটি গঠন করবে।

জ. অভ্যন্তরীণ হিসাব নিরীক্ষা কমিটির সুপারিশসমূহ অনুমোদন করবে। এ কমিটি প্রতি ৩ মাস অন্তর মাদরাসার হিসাব নিরীক্ষণ করবে।

ঝ. মাদরাসার যাবতীয় হিসাব, বিনিয়োগ এবং সকল প্রকার প্রশাসনিক বিষয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণ করা এবং এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে বিধি মোতাবেক প্রতিনিধি নিয়োগ করবে।

ঞ. একাডেমিক কমিটি গঠন করে শিক্ষার্থীদের ক্লাস মনিটরিং করে রিপোর্ট সংরক্ষণ করবে।

ট. গভর্নিং বডি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশাবলি মেনে চলবে।

ঠ. বিশ্ববিদ্যালয়, সরকার বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের চাহিদা মোতাবেক মাদরাসার বার্ষিক প্রতিবেদন এবং অন্যান্য প্রতিবেদন প্রস্তুত ও পেশ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ড. অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, শিক্ষকমণ্ডলী ও কর্মচারী নিয়োগ করবে।
তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ সকল নিয়োগ নির্বাচনী বোর্ডের সুপারিশ মোতাবেক হবে।
আরও শর্ত থাকে যে, গভর্নিং বডির অবগতি ও অনুমোদনক্রমে মাদরাসার অন্যান্য কর্মচারী অধ্যক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত হবে। তবে সময় সময় সরকার কর্তৃক জারীকৃত এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন মেনে চলতে হবে।

ঢ. মাদরাসা পরিচালনার জন্য নিয়মিতভাবে সভায় উপস্থিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

ণ. মাদরাসার বার্ষিক বাজেট বিবেচনাপূর্বক অনুমোদন করবে।

ত. মাদরাসার বার্ষিক আয়-ব্যয় ও হিসাব নিরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

থ. জমি ক্রয়, ভবন নির্মাণ, যন্ত্রপাতি ও শিক্ষা-উপকরণ সংগ্রহ, খেলার মাঠ সংস্কারসহ এতদসংক্রান্ত সমুদয় দায়িত্ব পালন করবে।

দ. জাতীয় ও ধর্মীয় দিবসসমূহ যথাযথ মর্যাদার সাথে পালনের ব্যবস্থা করবে।

ধ. প্রয়োজন মোতাবেক বিভিন্ন উপ-কমিটি গঠন করবে।
তবে শর্ত থাকে যে, এরূপ গঠিত কমিটির সুপারিশমালা বাস্তবায়নের পূর্বে গভর্নিং বডি তা পর্যালোচনা করবে এবং ঐ সুপারিশমালা গ্রহণ, সংশোধন বা বাতিল করতে পারবে।

ন. বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সময় সময় যে সকল নির্দেশনা জারি হবে গভর্নিং বডি তা মেনে চলতে বাধ্য থাকবে।

(৩)গভর্নিং বডির সভা পরিচালনা

ক. গভর্নিং বডি বছরে কমপক্ষে ৪ (চার)টি সাধারণ সভা অনুষ্ঠান করবে (জরুরি ও বিশেষ সভা ব্যতীত)।

খ. সভাপতি কর্তৃক নথিতে ফাইল অনুমোদনক্রমে সদস্য-সচিব সভার তারিখ নির্ধারণ করবে। একাধিকবার লিখিত অনুরোধ সত্ত্বেও সদস্য-সচিব সভা আহ্বান করতে ব্যর্থ হলে অথবা সদস্য-সচিব সভাপতিকে সহযোগিতা না করলে সভাপতি মাদরাসার স্বার্থে নিজেই সভা আহ্বান করতে পারবে।

গ. সদস্য-সচিব কমপক্ষে ৭ (সাত) দিন পূর্বে আলোচ্যসূচিসহ সভার বিজ্ঞপ্তি গভর্নিং বডির সকল সদস্যকে অবহিত করার বিষয়টি নিশ্চিত করবে।

ঘ. এক-তৃতীয়াংশ বা তদূর্ধ্ব সদস্যের স্বাক্ষরিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সদস্য-সচিব গভর্নিং বডির অনুমোদনক্রমে তলবি সভা আহ্বান করবে।

ঙ. বিশেষ পরিস্থিতিতে সভাপতির অনুমোদনক্রমে ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার নোটিশে গভর্নিং বডির জরুরি সভা আহ্বান করা যাবে এবং এ ধরনের সভা মাদরাসার অবকাশকালীন সময়েও অনুষ্ঠিত হতে পারবে।

চ. সদস্য-সচিব সভার সিদ্ধান্তসমূহ লিপিবদ্ধ করবেন এবং পরবর্তী সভায় উক্ত কার্যবিবরণী সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে মর্মে এর অনুমোদন নিশ্চিত করবে।

ছ. গভর্নিং বডির সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি সভায় সভাপতিত্ব করবে। সভাপতি ও সহ-সভাপতির অনুপস্থিতিতে উপস্থিত সদস্যগণের মধ্য হতে মনোনীত একজন সদস্য সভাপতিত্ব করবে।

জ. এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হবে।

ঝ. কোনো শিক্ষককে চূড়ান্ত বরখাস্তকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্বাচিত শিক্ষক প্রতিনিধিদের মধ্যে অন্তত ২ জন গভর্নিং বডির সভায় উপস্থিত থাকতে হবে।

(৪) ট্রাস্ট কর্তৃক পরিচালিত মাদরাসার গভর্নিং বডি গঠন

ক. ট্রাস্ট সরকারি বিধি অনুযায়ী অনুমোদিত, গঠিত ও পরিচালিত হবে, যা জয়েন্ট স্টক কোম্পানি কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

খ. ট্রাস্ট কর্তৃক পরিচালিত মাদরাসার গভর্নিং বডি নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে গঠিত হবে–

ক্রম.	পদের নাম	সংখ্যা	মনোনয়নদানকারী কর্তৃপক্ষ
১	সভাপতি	১ জন	ট্রাস্ট কর্তৃক অনুমোদিত ও সদস্য-সচিব কর্তৃক প্রস্তাবিত ও ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত
২	বিদ্যোৎসাহী প্রতিনিধি	১ জন	ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত
৩	বিদ্যোৎসাহী প্রতিনিধি	১ জন	মহাপরিচালক, মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত
৪	বিদ্যোৎসাহী প্রতিনিধি	১ জন	বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক মনোনীত
৫	শিক্ষক প্রতিনিধি	২ জন	নির্বাচিত
৬	অভিভাবক সদস্য	২ জন	নির্বাচিত
৭	ট্রাস্ট সদস্য	২জন	ট্রাস্টিদের মধ্য হতে তাদের ভোটে নির্বাচিত হবে।
৮	সদস্য-সচিব	১ জন	অধ্যক্ষ (পদাধিকার বলে)
	মোট :	১১ জন	

১. সভাপতি: ট্রাস্ট কর্তৃক অনুমোদিত ও সদস্য-সচিব কর্তৃক প্রস্তাবিত ট্রাস্টের চেয়ারম্যান বা কোনো ব্যক্তি অথবা ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত শিক্ষানুরাগীকে (ন্যূনতম ফাজিল/স্নাতক ডিগ্রিধারী)-কে মনোনয়ন দেবে, যার বয়স ন্যূনতম ৪০ বছর। সভাপতি মনোনয়নের ক্ষেত্রে মাদরাসার অধ্যক্ষকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে।

২. **সদস্য-সচিব:** মাদরাসা অধ্যক্ষ/ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ।

৩. **অন্যান্য সদস্য–**

ক. ৩ (তিন) জন 'বিদ্যোৎসাহী প্রতিনিধি'

ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক ১ (এক) জন, মহাপরিচালক, মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক ১ (এক) জন, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক ১ (এক) জন, 'বিদ্যোৎসাহী প্রতিনিধি' মনোনীত হবে। বিদ্যোৎসাহী

প্রতিনিধি মনোনয়নের জন্য অধ্যক্ষ প্রতিক্ষেত্রে ৩ (তিন) জনের নাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত ফরমে প্রস্তাব করবে। সকল ক্যাটাগরির 'বিদ্যোৎসাহী প্রতিনিধি'র শিক্ষাগত যোগ্যতা ন্যূনতম ফাজিল/স্নাতক পাস হতে হবে।

খ. 'শিক্ষক প্রতিনিধি' ২ (দুই) জন

'শিক্ষক প্রতিনিধি' কামিল (স্নাতকোত্তর) মাদরাসার ক্ষেত্রে কামিল (স্নাতকোত্তর)/ ফাজিল স্নাতক (পাস ও অনার্স) স্তরের ১ জন ও আলিম/ দাখিল/ এবতেদায়ি স্তরের ১ জন এভাবে ফাজিল (স্নাতক) মাদরাসার ক্ষেত্রে ফাজিল (স্নাতক)/আলিম স্তরের ১ জন ও দাখিল/এবতেদায়ি স্তর থেকে ১ জন শিক্ষক অন্যান্য শিক্ষকের ভোটে নির্বাচিত হবে। খণ্ডকালীন শিক্ষক বা সাময়িকভাবে বরখাস্ত শিক্ষক 'শিক্ষক প্রতিনিধি' হতে পারবে না। তবে সাময়িকভাবে বরখাস্ত শিক্ষক ভোট দিতে পারবে। কোনো শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন ছাড়া গভর্নিং বডির অন্য কোনো নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবে না।

গ. 'অভিভাবক প্রতিনিধি' ২ (দুই) জন

'অভিভাবক প্রতিনিধি' কামিল মাদরাসার ক্ষেত্রে কামিল (স্নাতকোত্তর)/ ফাজিল স্নাতক (পাস ও অনার্স) স্তরের ১ জন ও আলিম/দাখিল/এবতেদায়ি স্তরের ১ জন এভাবে ফাজিল মাদরাসার ক্ষেত্রে ফাজিল স্নাতক (পাস ও অনার্স) /আলিম স্তরের ১ জন ও দাখিল/ এবতেদায়ি স্তর থেকে ১ জন অভিভাবক বিধিসম্মতভাবে নির্বাচিত হবে।

তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত এই যে, কোনো শিক্ষার্থী, শিক্ষক বা কর্মচারী বিধিসম্মত অভিভাবক হলেও এ পদে নির্বাচন করতে পারবে না। পিতামাতার অবর্তমানে মনোনীত বিধিসম্মত অভিভাবক 'অভিভাবক প্রতিনিধি' নির্বাচিত হতে পারবে না।

কামিল (স্নাতকোত্তর) ও ফাজিল স্নাতক (পাস ও অনার্স) স্তরের 'অভিভাবক প্রতিনিধি' হওয়ার জন্য কামিল (স্নাতকোত্তর) ও ফাজিল স্নাতক (পাস ও অনার্স) স্তরের শিক্ষার্থীর অভিভাবক হতে হবে।

কোনো অভিভাবক প্রতিনিধির শিক্ষার্থী মাদরাসা ত্যাগ করলে অভিভাবক-প্রতিনিধির সদস্য পদ বাতিল হবে।

ঘ. ট্রাস্টের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত ট্রাস্টের সদস্য ২ (দুই) জন

৪.১ ট্রাস্ট কর্তৃক পরিচালিত কোনো মাদরাসা বছরে ২,০০,০০০/= (দুই লক্ষ) টাকা হিসেবে আবর্তক ফান্ড থেকে আয় না পেলে সে মাদরাসা এ বিধির আওতায় গঠিত গভর্নিং বডির সুযোগ পাবে না।

(৫) এডহক কমিটি গঠন

কোনো মাদরাসা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গভর্নিং বডি পুনর্গঠনে ব্যর্থ হলে অথবা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গভর্নিং বডি ভেঙে দেওয়া হলে অথবা কোনো আলিম মাদরাসা ফাজিল মাদরাসা হিসেবে অনুমতিপ্রাপ্ত হলে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি এডহক কমিটি গঠন করতে হবে–

ক্রম.	পদের নাম	সংখ্যা	মনোনয়নদানকারী কর্তৃপক্ষ
১	সভাপতি	১ জন	ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত
২	বিদ্যোৎসাহী প্রতিনিধি	১ জন	ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত
৩	শিক্ষক প্রতিনিধি	১ জন	শিক্ষকদের মধে হতে নির্বাচিত
৪	প্রতিষ্ঠাতা/ দাতা প্রতিনিধি	১ জন	প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের মধ্য থেকে একজন অথবা প্রতিষ্ঠাতা সদস্য না থাকলে দাতা সদস্যদের মধ্য হতে একজন সদস্য, যিনি এডহক কমিটির সভাপতি কর্তৃক মনোনীত হবে।
৫	সদস্য-সচিব	১ জন	অধ্যক্ষ/ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ (পদাধিকার বলে)
	মোট :	৫ জন	

ক. **সভাপতি :** ভাইস-চ্যান্সেলর জেলা সদরে অবস্থিত মাদরাসার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে, জেলা সদরের বাইরে অবস্থিত মাদরাসার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত জেলা প্রশাসককে অথবা উভয় ক্ষেত্রে কোনো শিক্ষানুরাগী (ন্যূনতম ফাজিল/ স্নাতক ডিগ্রিধারী) যার বয়স ন্যূনতম ৪০ (চল্লিশ) বছর, তাকে মনোনয়ন দেবে। সভাপতি মনোনয়নের ক্ষেত্রে মাদরাসার অধ্যক্ষকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে।

খ. **সদস্য-সচিব :** মাদরাসার অধ্যক্ষ/ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ পদাধিকার বলে সদস্য-সচিব হবে।

গ. **'বিদ্যোৎসাহী প্রতিনিধি' ১ (এক) জন :** অধ্যক্ষের প্রস্তাব অনুযায়ী ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত। শিক্ষাগত যোগ্যতা ন্যূনতম ফাজিল/স্নাতক হতে হবে।

ঘ. **'শিক্ষক প্রতিনিধি' ১ (এক) জন :** শিক্ষকদের মধ্য হতে ধারা ১. ৩ (ঙ) মোতাবেক নির্বাচিত হতে হবে। সেক্ষেত্রে কামিল/ফাজিল স্তরের শিক্ষক হতে হবে।

ঙ. **'প্রতিষ্ঠাতা/দাতা প্রতিনিধি' ১ (এক) জন:** প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের মধ্য থেকে একজন অথবা প্রতিষ্ঠাতা সদস্য না থাকলে দাতা সদস্যদের মধ্য হতে একজন সদস্য, যিনি এডহক কমিটির সভাপতি কর্তৃক মনোনীত হবে।

(৬) এডহক কমিটির ক্ষমতা ও মেয়াদ

ক. এডহক কমিটি নিয়োগ ও অর্থ বিনিয়োগ কার্যক্রম ব্যতীত গভর্নিং বডির সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও সকল দায়িত্ব পালন করতে পারবে।

খ. এডহক কমিটির মেয়াদ ৬ (ছয়) মাস হবে।

গ. এডহক কমিটির মেয়াদের মধ্যে অবশ্যই গভর্নিং বডি পুনর্গঠনের কাজ করতে হবে।

ঘ. ৬ (ছয়) মাস পর এডহক কমিটি কোনো কার্য সম্পাদন করতে পারবে না। তবে বিশেষ অবস্থায় ভাইস-চ্যান্সেলর এডহক কমিটির মেয়াদ সর্বাধিক আরো ছয় মাসের জন্য বর্ধিত করতে পারবে।

ঙ. ৩ (তিন) জন সদস্যের উপস্থিতিতে এডহক কমিটির সভার কোরাম হবে।

(৭) গভর্নিং বডির সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে অযোগ্যতা

নিম্নোক্ত কারণসমূহ গভর্নিং বডির সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে অযোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে–

ক. অনৈতিক কার্যকলাপের জন্য আদালত কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত হলে।

খ. ২৫ বছরের কম বয়স হলে।

গ. আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ ঘোষিত হলে।

ঘ. গভর্নিং বডির সদস্য হওয়া সত্ত্বেও কোনো প্রকার লিখিত অবগতি ব্যতীত পর পর তিনটি সভায় যোগদান করতে ব্যর্থ হন।

ঙ. মাদরাসা শিক্ষক ব্যতীত অন্যান্য কোনো কর্মচারী হলে অথবা নির্বাচিত হওয়ার পরে কর্মচারী নিযুক্ত হলে।

চ. মাদরাসার স্বার্থবিরোধী বা সুনাম ক্ষুণ্ন হয় এরূপ কোনো বিষয়ে অংশগ্রহণ বা সহায়তা করলে।

ছ. ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার ক্ষেত্রে অনাগ্রহী হলে।

জ. কোনো মাদরাসার শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিজ কর্মরত মাদরাসায় (শিক্ষক প্রতিনিধি ব্যতীত) গভর্নিং বডির সভাপতি হতে পারবে না।

(৮) গভর্নিং বডি বাতিল ঘোষণা

ক. গভর্নিং বডির বিরুদ্ধে অদক্ষতা, আর্থিক অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা এবং প্রতিষ্ঠানের স্বার্থবিরোধী কাজের অভিযোগ প্রমাণিত হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর উক্ত গভর্নিং বডিকে বাতিল করতে পারবেন। ভাইস চ্যান্সেলর "গভর্নিং বডিকে কেন বাতিল করা হবে না" মর্মে একটি কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করবেন। এ নোটিশ প্রাপ্তির অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে গভর্নিং বডিকে জবাব প্রদান করতে হবে। জবাব সন্তোষজনক না হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর তদন্ত সাপেক্ষে গভর্নিং বডি বাতিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন এবং বাতিল বিষয়ে

পত্র জারির তারিখ হতে গভর্নিং বডির কার্যকারিতা বাতিল হয়ে যাবে। এরূপ ক্ষেত্রে পরবর্তী সিন্ডিকেটকে অবহিত করতে হবে।

খ. ফাজিল মাদরাসা হিসেবে প্রথম অধিভুক্তির পরে আলিম মাদরাসার গভর্নিং বডি বাতিল বলে গণ্য হবে।

গ. গভর্নিং বডি/ এডহক কমিটি/ ট্রাস্ট কমিটির মধ্য থেকে সংখ্যাধিক্য সদস্য পদ শূন্য হলে বিশ্ববিদ্যালয়-এর কর্তৃপক্ষ তদন্ত সাপেক্ষে ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক কমিটি বাতিল বলে গণ্য হবে।

(৯) মাদরাসার অধ্যক্ষের দায়িত্ব (সদস্য-সচিব হিসেবে)

ক. উপরে বর্ণিত দায়িত্ব ছাড়াও মাদরাসার অধ্যক্ষ মাদরাসার তহবিল ও সম্পত্তির দলিলপত্র ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ করবে।

খ. তিনি খসড়া বাজেট প্রণয়ন করে গভর্নিং বডির সভায় পেশ করবে।

গ. তিনি শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ সংক্রান্ত প্রস্তাব এবং বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা গভর্নিং বডির সভায় পেশ করবে এবং গভর্নিং বডির অনুমোদন সাপেক্ষে শূন্যপদে মাদরাসার সরকারি বিধি মোতাবেক খণ্ডকালীন শিক্ষক, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগ দিতে পারবে।

ঘ. একাডেমিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে অধ্যক্ষ বছরে কমপক্ষে ৪ (চার) বার শিক্ষকদের সাথে সভা করার ব্যবস্থা করবে এবং সভার কার্যবিবরণী সংরক্ষণ করবে।

ঙ. মাদরাসার স্বার্থসংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে গভর্নিং বডিকে অবহিত করবে।

চ. তিনি শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বিধি মোতাবেক/প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গভর্নিং বডির অনুমোদনক্রমে নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুর করবে।

ছ. মাদরাসার আয়/ব্যয়, বিল ভাউচার এবং হিসাবের তথ্য রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়ী থাকবে।

জ. মাদরাসার আর্থিক তহবিলের আয়-ব্যয় পরিচালনা করবে এবং সভাপতি কর্তৃক অনুমোদন গ্রহণ করবে।

ঝ. মাদরাসার স্বার্থে যে কোনো বিষয় গভর্নিং বডির গোচরীভূত করবে।

(১০) সরকারি মাদরাসা পরিচালনা

সরকারি মাদরাসা শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত বিধিমালা দ্বারা পরিচালিত হবে।

(১১) গভর্নিং বডির নির্বাচন

১১.১ **নির্বাচনের সময়কাল :** গভর্নিং বডির নির্বাচন বিদ্যমান কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়ার কমপক্ষে ৩০ (ত্রিশ) দিন অনধিক ৯০ দিন পূর্বে অনুষ্ঠিত হতে হবে।

১১.২ **ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণ:**

নির্বাচনের জন্য নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী ভোটার তালিকা প্রস্তুত করতে হবে:

ক. সকল ক্যাটাগরির জন্য খসড়া ভোটার তালিকা অধ্যক্ষ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত হবে এবং কমপক্ষে নির্বাচনের ৬০ (ষাট) দিন পূর্বে তা গভর্নিং বডি/এডহক কমিটির নিকট অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে।

খ. অনুমোদিত ভোটার তালিকা মাদরাসার নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে।

গ. প্রতিটি ক্লাসে ভোটার তালিকা পাঠ করে শুনাতে হবে।

ঘ. খসড়া ভোটার তালিকা সম্পর্কে কারো কোনো আপত্তি থাকলে ভোটার তালিকা প্রকাশের ৫ (পাঁচ) দিনের মধ্যে অধ্যক্ষ আপত্তি নিষ্পত্তিপূর্বক তা সংশোধন করে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা গভর্নিং বডির অনুমোদনের জন্য পেশ করবে।

ঙ. অনুমোদিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা পুনরায় নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে।

চ. সকল ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানাতে হবে এবং নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শন করতে হবে'।

১১.৩ 'শিক্ষক প্রতিনিধি' নির্বাচন

ক অধ্যক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত তারিখে গভর্নিং বডির 'শিক্ষক প্রতিনিধি' নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

খ. শিক্ষকদের মধ্য হতে শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য অধ্যক্ষ মনোনয়নপত্র আহ্বান করবে।

গ. যে কোনো শিক্ষক ৩ (তিন) জন শিক্ষকের নাম মনোনয়নের জন্য প্রস্তাব বা সমর্থন করতে পারবে।

ঘ. অধ্যক্ষ মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পর প্রার্থীদের তালিকা চূড়ান্ত করবে।

ঙ. প্রার্থীর সংখ্যা ৩ (তিন) এর অধিক না হলে অধ্যক্ষ তাদেরকে নির্বাচিত বলে ঘোষণা করবে।

চ. প্রার্থীর সংখ্যা ৩ (তিন) এর অধিক হলে নির্দিষ্ট তারিখে মাদরাসায় অধ্যক্ষ একটি গোপন ব্যালটের মাধ্যমে শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা করবে।

ছ. প্রার্থী ও তাদের প্রতিনিধিদের সম্মুখে ভোট গণনা করে সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত ৩ (তিন) জন প্রার্থীকে অধ্যক্ষ নির্বাচিত বলে ঘোষণা করবে।

জ. প্রার্থীদের ভোট সংখ্যা সমান হলে সেক্ষেত্রে লটারির মাধ্যমে নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে।

ঝ. 'শিক্ষক প্রতিনিধি' নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার সমস্যার উদ্ভব হলে সেক্ষেত্রে অধ্যক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১১.৪ 'অভিভাবক প্রতিনিধি' নির্বাচন

ক. গভর্নিং বডির সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত তারিখে শিক্ষার্থীদের বিধিসম্মত অভিভাবকগণের ভোটে 'অভিভাবক প্রতিনিধি' নির্বাচিত হবে।

খ. গভর্নিং বডির সভাপতি অথবা তার প্রতিনিধি প্রিজাইডিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করবে।

গ. নির্বাচনের ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে নির্বাচনের নির্দিষ্ট তারিখ ও স্থানের নাম নোটিশ/ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রচার করতে হবে।

ঘ. শুধু নিয়মিত শিক্ষার্থীদের বিধিসম্মত অভিভাবকগণই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

ঙ. অধ্যক্ষ অভিভাবকদের নির্ভুল ঠিকানাসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন করবে।

চ. একজন অভিভাবক সর্বাধিক ৩ (তিন) জন অভিভাবকের নাম 'অভিভাবক প্রতিনিধি' হিসেবে প্রস্তাব বা সমর্থন করতে পারবে।

ছ. প্রার্থীর সংখ্যা ৩ (তিন) এর অধিক না হলে সভাপতির অনুমোদনক্রমে অধ্যক্ষ তাদেরকে নির্বাচিত বলে ঘোষণা করবে।

জ. প্রার্থীর সংখ্যা ৩ (তিন) এর অধিক হলে নির্দিষ্ট তারিখে মাদরাসায় অধ্যক্ষ একটি গোপন ব্যালটের মাধ্যমে 'অভিভাবক প্রতিনিধি' নির্বাচনের ব্যবস্থা করবে। একজন ভোটার সর্বাধিক ৩ (তিন) জনকে ভোট দিতে পারবে। প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক নিযুক্ত ৩ (তিন) জন ব্যক্তি ভোট গণনা করবে। কোনো অভিভাবক ডাকযোগে বা অনলাইনের মাধ্যমে ভোট দিতে পারবে না।

ঝ. প্রার্থীগণ অথবা তাদের প্রতিনিধির সম্মুখে প্রিজাইডিং অফিসার ভোট গণনা করে সর্বাধিক ভোটপ্রাপ্ত ৩ (তিন) জন অভিভাবককে নির্বাচিত বলে ঘোষণা করবে। সমানসংখ্যক ভোট পাওয়ার ক্ষেত্রে লটারির মাধ্যমে নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে। এক্ষেত্রে কোনো বিধির অভাব পরিলক্ষিত হলে সেক্ষেত্রে প্রিজাইডিং অফিসারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১১.৫ 'প্রতিষ্ঠাতা ও দাতা প্রতিনিধি' নির্বাচন

ক. অধ্যক্ষের পরিচালনায় সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত তারিখে 'প্রতিষ্ঠাতা ও দাতা প্রতিনিধি' নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

খ. নির্বাচনের কমপক্ষে ১৫ (পনেরো) দিন পূর্বে প্রতিষ্ঠাতা ও দাতা প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য তারিখ, সময় ও স্থান নির্ধারণ করে অধ্যক্ষ একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করবে। বিজ্ঞপ্তি প্রচারের পূর্বে অধ্যক্ষ মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা ও দাতাগণের নির্ভুল তালিকা প্রস্তুত করবে।

গ. নির্বাচনের সময় অধ্যক্ষ প্রতিষ্ঠাতা ও দাতা সদস্যদের নিকট হতে মনোনয়নপত্র আহ্বান করবে। প্রতিষ্ঠাতা ও দাতাদের মধ্য হতে আলাদাভাবে 'প্রতিষ্ঠাতা প্রতিনিধি' ও 'দাতা প্রতিনিধি'র নাম সে ক্যাটাগরি হতে একজন সদস্য কর্তৃক প্রস্তাবিত হতে হবে এবং একজন সদস্য কর্তৃক তা সমর্থিত হতে হবে।

ঘ. প্রার্থীর সংখ্যা একজন করে হলে সভাপতির অনুমোদনক্রমে অধ্যক্ষ তাদেরকে নির্বাচিত 'প্রতিষ্ঠাতা প্রতিনিধি' ও 'দাতা প্রতিনিধি' হিসেবে ঘোষণা দেবে।

ঙ. একাধিক প্রার্থীর ক্ষেত্রে অধ্যক্ষ প্রিজাইডিং অফিসার হিসেবে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠাতা ও দাতা প্রতিনিধি নির্বাচন করবে।

চ. প্রতিষ্ঠাতা ও দাতা প্রতিনিধি প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক সরবরাহকৃত কাগজে একজন প্রতিষ্ঠাতা অথবা একজন দাতার নাম লিখে জমা দেবে। সর্বাধিক ভোটপ্রাপ্ত একজন প্রতিষ্ঠাতা ও একজন দাতাকে সভাপতির অনুমোদনক্রমে প্রিজাইডিং অফিসার নির্বাচিত বলে ঘোষণা করবে।

১১.৬ গভর্নিং বডির শূন্য পদে সদস্য অন্তর্ভুক্তিকরণ:

ক. মৃত্যু, ইস্তফা বা অন্য কোনো কারণে গভর্নিং বডির নির্বাচিত সদস্যের এক বা একাধিক পদ শূন্য হলে গভর্নিং বডির সংশ্লিষ্ট ক্যাটাগরির মধ্য থেকে তৎপরবর্তী সর্বোচ্চ সংখ্যক ভোটপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তদেরকে কো-অপ্ট করা যাবে না।

খ. কোনো প্রতিনিধি একাধিক ক্যাটাগরিতে নির্বাচিত/মনোনীত হতে পারবে না।

গ. বিশেষ কোনো কারণে চলমান গভর্নিং বডির 'বিদ্যোৎসাহী প্রতিনিধি' পদ শূন্য হলে প্রতিনিধি মনোনীত না হওয়া পর্যন্ত গভর্নিং বডির কার্য ব্যাহত হবে না।

ঙ. গভর্নিং বডির সকল সদস্যকে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে।

চ. এডহক কমিটি তার অনুমোদনের তারিখ থেকে ৬ মাস এবং গভর্নিং বডি তার অনুমোদনের তারিখ থেকে ৩ (তিন) বছর মেয়াদি হবে।

ছ. শিক্ষক প্রতিনিধির মেয়াদকাল হবে অনুরূপ ৩ (তিন) বছর।

জ. মনোনীত সভাপতির শূন্যপদের মেয়াদকাল হবে উক্ত বডির ৩ (তিন) বছর পূর্ণ হওয়ার বাকি সময়।

ঝ. কোনো সদস্যপদের শূন্যতা অথবা কোনো পদে মনোনয়ন দানে বিলম্ব বা ত্রুটির কারণে গভর্নিং বডির কার্যক্রম বাতিল বলে গণ্য হবে না।

ঞ. কোনো কারণে অনুমোদিত গভর্নিং বডি/এডহক কমিটি/ট্রাস্ট কমিটির মেয়াদ শেষ হলে কিংবা কোনো কারণে কমিটি না থাকলে পরবর্তী কমিটি না হওয়া পর্যন্ত জেলা সদরে জেলা প্রশাসক এবং জেলা সদরের বাইরে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক বেতন বিলে স্বাক্ষর করবে।

(১২) সভাপতির মনোনয়ন বাতিল

সভাপতির অদক্ষতা, অর্থনৈতিক অনিয়ম, প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা-বিরোধী কাজে জড়িত হওয়াসহ প্রতিষ্ঠানের স্বার্থবিরোধী কোনো কাজে জড়িত মর্মে অভিযোগ পাওয়া গেলে ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক এক বা একাধিক সদস্য দ্বারা গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে সভাপতির অপরাধ প্রমাণিত হলে তাকে বিশ্ববিদ্যালয় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করবে। যথাযথ জবাব দিতে ব্যর্থ হলে ভাইস চ্যান্সেলর তার পদ বাতিল করতে পারবে।

সংবিধি সংশোধন

ক. সংবিধি দ্বারা সংশ্লিষ্ট মাদরাসাসমূহের প্রাথমিক পাঠদান, অধিভুক্তি, অধিভুক্তি নবায়ন ও অধিভুক্তি বাতিল সংক্রান্ত এবং মাদরাসাসমূহের গভর্নিং বডি ও এডহক কমিটি সংক্রান্ত কোনো বিষয়ের সমস্যার সমাধান সম্ভব না হলে সেক্ষেত্রে ভাইস-চ্যান্সেলরের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হিসেবে গণ্য হবে।

খ. একাডেমিক কাউন্সিলের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট এ সংবিধির যে কোনো ধরনের সংশোধন, পরিমার্জন, পরিবর্তন, সংযোজন ও বিয়োজন করতে পারবে।

পরিশিষ্ট-১

অভিভাবক/ সাধারণ শিক্ষক/ মহিলা শিক্ষক/ দাতা/ প্রতিষ্ঠাতা শ্রেণির সদস্য পদে আবেদন ফরম

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম:----------

ঠিকানা:----------

সদস্য পদের শ্রেণি (উল্লেখ করুন): প্রতিষ্ঠাতা শ্রেণি

১. প্রার্থীর নাম:----------

২. প্রার্থীর পিতার নাম: ----------

৩. প্রার্থীর মাতার নাম: ----------

৪. প্রার্থীর ঠিকানা: ----------

৫. প্রার্থীর ভোটার নম্বর: ----------

৬. প্রস্তাবকের নাম: ----------

৭. প্রস্তাবকের ভোটার নম্বর: ----------

৮. সমর্থকের নাম: ----------

৯. সমর্থকের ভোটার নম্বর: ----------

১০. তারিখসহ প্রস্তাবকের স্বাক্ষর/টিপসই: ----------

১১. তারিখসহ সমর্থকের স্বাক্ষর/টিপসই:----------

আমি এই মনোনয়নে আমার সম্মতি প্রদানপূর্বক এই ঘোষণা করছি যে, আমি প্রতিষ্ঠাতা শ্রেণির সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে বর্তমান প্রচলিত কোনো আইনে অযোগ্য নই।

তারিখ: প্রার্থীর স্বাক্ষর/টিপসই

(প্রিজাইডিং অফিসার পূরণ করবেন)

ক্রমিক নম্বর:----------

মনোনয়ন জমার প্রত্যয়ন

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, জনাব -------- ভোটার নম্বর ----------এর প্রতিষ্ঠাতা শ্রেণির সদস্য পদে মনোনয়নপত্র ---------- তারিখ সকাল ------- ঘটিকায় আমার নিকট জমা দিয়েছেন।

প্রিজাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর
তারিখ ও সিল

মনোনয়নপত্র বাছাই সংক্রান্ত প্রত্যয়ন

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, জনাব---- এর ---------- সদস্য পদে মনোনয়নপত্র আমি বাছাই করেছি এবং নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত প্রদান করছি:

(অবৈধ ঘোষণার ক্ষেত্রে কারণ বিবৃত করতে হবে)

প্রিজাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর

প্রাপ্তিস্বীকার

ক্রমিক নম্বর:----------

মনোনয়নপত্র জমার প্রত্যয়ন

জনাব ---------- ভোটার নম্বর -------- এর ---------- সদস্য পদে মনোনয়নপত্র ----------
তারিখ সকাল ---------- ঘটিকায় আমার নিকট জমা দিয়েছেন।
আগামী --------- তারিখ অধ্যক্ষ এর কার্যালয়ে সকাল -------- ঘটিকা হতে বিকাল ------- ঘটিকতার মধ্যে মনোনয়নপত্র বাছাই করা হবে।

প্রিজাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর

পরিশিষ্ট-২

ব্যালট পেপারের নমুনা :
ব্যালট পেপার নং :
প্রিজাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর
গভর্নিং বডি

ক্রম.	প্রার্থীর নাম	প্রতীক
১		
২		
৩		
৪		
৫		